বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৮ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৭

গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে নকশিকাঁথাভিত্তিক লোকশিল্প: জামালপুর ও যশোর জেলার উপর একটি কেস স্টাডি

এ. এইচ. এম মাহবুবুর রহমান[১]
মুহম্মদ মতিউর রহমান[২]

১। ভূমিকা

কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে নারীর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাংলাদেশের এ পশ্চাৎপদ সমাজে নারীর অবদানকে প্রায়শ স্বীকার করা হয় না। তবে গতানুগতিক শ্রমবাজার ও লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজনের যে ধারা এ দেশে চলে আসছিল সাম্প্রতিককালে তার পরিবর্তন হয়েছে। ভূমিহীনতা, সামাজিক অবস্থা, দারিদ্র্য ইত্যাদি প্রেক্ষাপটে বর্তমানে অধিক সংখ্যায় নারী শ্রমিক শ্রমবাজারে প্রবেশ করেছে। ফলে গ্রামীণ নারীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ পুরুষের পাশাপাশি পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব কাঁধে নিচ্ছে। গ্রামীণ নারী-শ্রমিক যারা সমাজের প্রথাগত নিয়মের বেষ্টনী ছিন্ন করে অর্থ উপার্জনমূলক কাজে নিয়োজিত তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলা যায়। যাহোক, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণের প্রচেষ্টা খুব বেশি দিনের নয়। বর্তমানে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ (এনজিও) নারীর অধস্তন অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

গ্রামীণ নারীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কাঁথা-শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আবহমানকাল থেকে গ্রাম বাংলার মেয়েরা কাঁথা-বুননে পারদর্শী। কিন্তু আজ অবধি এ শিল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের তেমন কোনো সুযোগ সৃষ্টি করা হয়নি। অথচ বাঙালির নকশিকাঁথার কদর আজ সর্বত্র।

বিভিন্ন বই, প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার দরিদ্র নারীদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ নকশিকাঁথা সেলাই কাজের সাথে যুক্ত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা তাদের ন্যায্য বা প্রাপ্য মজুরি পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকে। সেই সাথে আছে নানা রকম সামাজিক প্রতিকূলতা। শুধু নকশি কাজের সাথে জড়িত দরিদ্র নারী শ্রমিকরাই নন এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও নানা রকম সমস্যার মধ্যে ব্যবসায় পরিচালনা করেন। যেমন: পুঁজি সংকট, কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি, শ্রম মজুরি বৃদ্ধি, পরিবহন সমস্যা, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা, নিখুঁত পণ্য উৎপাদন হ্রাস পাওয়া, উপযুক্ত মূল্য না পাওয়া, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য, বকেয়া টাকা পরিশোধ না করা, ডিজাইনে বৈচিত্র্যের অভাব, সরকারি আনুকূল্য না পাওয়া, ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে সহজশর্তে ঋণ না পাওয়া, যথাযথ সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা না পাওয়া, সরাসরি বিদেশে পণ্য রপ্তানি করার সুযোগ না পাওয়া ইত্যাদি। এসব কারণে তাদের পড়তে

[১]সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, সমাজকর্ম বিভাগ, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জামালপুর।
[২]গবেষণা পরামর্শক, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি), ঢাকা।

হয় নানা সমস্যায়। এ শিল্পের সমস্যাগুলো দূর করতে পারলে এবং সরকারিভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এটিও হতে পারে অন্যতম একটি আয়ের উৎস। এ শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যাদি বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে। এটিও হতে পারে গ্রামীণ নারীদের দারিদ্র্য দূর করার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবার একটি গুরত্বপূর্ণ খাত। এতে নারীর ক্ষমতায়নও বাড়বে এবং টিকে থাকবে নকশি কাঁথার মতো গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় ঐতিহ্য। এ শিল্পের সমস্যাগুলো দূর করা হলে শিল্পটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এই শিল্পের সমস্যাগুলো আরও নিবিড়ভাবে জানতে, তার সমাধান সম্পর্কে জানতে ও দরিদ্র নারীদের আরও অধিকহারে কর্মসংস্থান করতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার সেসব সর্ম্পকিত সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষেই বর্তমান গবেষণাটি হাতে নেওয়া হয়েছে।

বস্তুত এই গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে নকশিকাঁথা শিল্পের মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাব্যতা যাচাই করা। এছাড়া এ গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো নিম্নরূপ:

১. নকশিকাঁথা শিল্প সম্পর্কে সাধারণ ধারণা অর্জন;

২. নকশিকাঁথা শিল্পে নিয়োজিত নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অনুসন্ধান;

৩. নকশিকাঁথা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্টতা, উৎপাদন, বিপণন, বিনিয়োগ ও ঋণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা;

৪. নকশি কাঁথাশিল্পে বিরাজমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ; এই শিল্পের প্রসারের সম্ভাবনা ও নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কে ধারণা অর্জন; এবং

৫. বিরাজমান সমস্যাসমূহ সমাধানকল্পে ও এই শিল্পে নারীদের অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন।

২। নকশিকাঁথা সম্পর্কিত সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলাদেশে নকশি কাঁথা নিয়ে তেমন কোনো গবেষণা বা লেখালেখি হয়নি। যার কারণে উপাত্ত-উকরণের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ বিষয় নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন তা নিম্নে পর্যালোচনা করা হলো।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ ১৯৭৬ সালে ১০টি প্রবন্ধ নিয়ে "পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প" শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থে ১০ জন প্রথিতযশা পণ্ডিত লোকশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় "বাংলার কাঁথা" শীর্ষক প্রবন্ধে কাঁথা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মহাভারতের কাহিনি বর্ণনার মাধ্যমে কাঁথা ব্যবহারের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। কাঁথাশিল্প বা নকশি কাঁথাশিল্প বাংলার নারী সমাজের সৃষ্টি শিল্প হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি কাঁথার নকশা, আকৃতি, উপকরণ, ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করলেও শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও কর্মসংস্থান সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। উল্লেখ্য, তাঁর আলোচনায় দুই বাংলার কাঁথা এসেছে। নকশি কাঁথা শব্দটি তিনি ব্যবহার না করলেও আলোচনায় চলে এসেছে। প্রবন্ধটি নকশি কাঁথা সম্পর্কে জানার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাগার হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

নিয়াজ জামান- এর The Art of Khantha Embroidery গ্রন্থটি দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড কর্তৃক ১৯৮১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০১২ সালে। ১৭৭ পৃষ্ঠার এই বই বাংলাদেশের নকশি কাঁথাশিল্প এলাকার মানচিত্র, ভূমিকা ও গ্রন্থপঞ্জিসহ ১৬টি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। লেখক কাঁথাশিল্পের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, প্রাচীন সেলাই ও আধুনিক সেলাইয়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা, কাঁথা তৈরির কলাকৌশল, নকশি কাঁথায় ধর্মীয় ও লোকবিশ্বাসের প্রভাব, কাঁথা সেলাইয়ের বিভিন্ন উপকরণ, মটিফ, কাঁথার বর্ডার, কাঁথার প্রকারভেদ, আঞ্চলিক প্রভাব এবং কাঁথা সংগ্রহ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এটি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নকশি কাঁথাশিল্পের এক অমূল্য গ্রন্থ। ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ এই লোকশিল্প প্রথম কবি জসীম উদ্দিনের নকশী কাঁথার মাঠ-এ ফুটে উটেছে যা লেখক তুলে ধরেছেন। নকশি কাঁথার ইতিহাস-ঐতিহ্য জানার জন্য এই গ্রন্থের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু লেখক এ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কোনো ইঙ্গিত দেননি। নকশি কাঁথা আগে গ্রামের মহিলারা শীত নিবারণের জন্য সেলাই করতো। কিন্তু বর্তমানে নকশি কাঁথা বাণিজ্যিকভাবে সেলাই করা হচ্ছে এবং তা বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। এশিল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ নারী সমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে সে বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই এই গ্রন্থে।

গুরুসদয় দত্ত-এর Folk Arts and Crafts of Bengal: The Collected Papers শীর্ষক গ্রন্থটি কলকাতার সীগাল বুকস ১৯৯০ সালে প্রকাশিত করেছে। বইটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। তবে প্রতিটি অধ্যায়ের আবার অনেকগুলি সাব-অধ্যায় রয়েছে। গুরুসদয় দত্ত তাঁর গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে নকশি কাঁথা সম্পর্কে স্বল্প পরিসরে তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন। তিনি নকশি কাঁথাকে গ্রামীণ মহিলাদের সৃষ্ট শিল্প হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি সাত প্রকার নকশি কাঁথার সেলাই-এর ধরন, মটিফ, উপকরণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলাকপাত করেছেন। কাজেই এটি বাংলার লোকশিল্পের ইতিহাসে এক অমূল্য গ্রন্থ। কিন্তু লেখক এশিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট মেয়েদের আর্থ-সামাজিক ও কর্মসংস্থান সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত দেননি।

১৯৯৭ সালে পারভীন আহমেদ- এর The Aesthetics & Vocabulary of Nakshi Kantha শীর্ষক গ্রন্থটি বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। লেখিকা বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে সংগৃহীত নকশি কাঁথা হতে সাতান্নটি কাঁথা বিশ্লেষণ করেছেন। এসব কাঁথায় হিন্দু- মুসলিম প্রভাব, অঞ্চলভেদে সেলাই-এর ধরন, মটিফ, নকশা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর বইটির শৈল্পিক মূল্য অসাধারণ। তবে ভূমিকায় নকশি কাঁথার প্রাচীন ইতিহাস সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই বইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু এ শিল্পের মাধ্যমে নারী সমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে সে বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত নেই।

সৈয়দ মাহবুব আলম লিখিত "লোকশিল্প" বইটি বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন কর্তৃক ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত। এই গ্রন্থটি আলোকচিত্রসহ ১৩টি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। এ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে লেখক নকশি কাঁথার অতীত, বর্তমান এবং রূপান্তরের ধারা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। নকশি কাঁথার অতীত ইতিহাস, তৈরির উপকরণ-কলা কৌশল, ব্যবহার, মটিফের ব্যবহার, শৈল্পিক মূল্যায়ন ও বাণিজ্যিক বিষয় সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের লোসংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য এই বইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে নকশি কাঁথা বাংলাদেশের

কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়ে কোনো দিক নির্দেশনা নেই। তাছাড়া মাঠ পর্যায়ের তথ্যেরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

শীলা বসাকের "বাংলার নকশি কাঁথা" গ্রন্থটি আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ বাংলাদেশ-পশ্চিম বাংলার মানচিত্র ও গ্রন্থপঞ্জিসহ ১৬টি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সূচিশিল্পের ইতিহাস, কাঁথার স্বরূপও বৈশিষ্ট্য, কাঁথা তৈরির বিভিন্ন উপকরণ, কাঁথার ফোঁড়, কাঁথার পাড়, বিচিত্র ধরনের কাঁথা, কাঁথার মটিফ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আল্পনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ, নকশি কাঁথার তুলনামূলক বিশ্লেষণ, নকশি কাঁথার সহিত্যমূল্য, নকশি কাঁথার নকশা ও সাম্প্রতিক অবস্থান, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রসমীক্ষা, সংগ্রহশালা ও ব্যক্তিগত সংগ্রহের তালিকা, নকশি কাঁথার অ্যালবাম, এবং অ্যালবামের পরিচিতি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ৩২৫ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি দুই বাংলার নকশি কাঁথার বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে। কারণ ইতোপূর্বে মাঠ পর্যায়ে বাংলা ভাষায় এ ধরনের কোনো গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। তবে লেখক দুই দেশের নকশি কাঁথার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্ঠিতে নকশি কাঁথাশিল্পের ভূমিকা সম্পর্কে দৃষ্টি দেননি। সর্বোপরি শীলা বসাকের এই গ্রন্থটি দুই বাংলার পাঠক ও গবেষকের কাছে অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৩। গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণা কর্মে প্রাথমিক (Primary) ও মাধ্যমিক (Secondary) উভয় ধরনের তথ্যের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের নকশিকাঁথা শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটির জন্য পরিমাণগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) উভয় প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণাটি জামালপুর ও যশোর জেলায় পরিচালনা করা হয়েছে। জামালপুর সদর উপজেলার জামালপুর পৌরসভার অর্ন্তগত ৭, ১০ ও ১২ নং ওয়ার্ডের ফুলবাড়ি ফিসারি পাড়া, পূর্ব বামন পাড়া, বামল পাড়া, দড়ি পাড়া, পশ্চিম ফুলবাড়িয়া, হাটচন্দ্রা, এবং যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার বন্দবিলা ইউনিয়নের অন্তর্গত পান্তাপাড়া ও ভগবানপুর গ্রাম হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

গবেষণা কর্মটি প্রাথমিকভাবে দুটি বৃহৎ বর্গে ভাগ করে সম্পাদন করা হয়। যথা:

(ক) <u>ডেস্ক রিভিউ বা পর্যালোচনা:</u> প্রাথমিক পর্যায়ে মাধ্যমিক তথ্যের (Secondary) সাহায্যে সুনির্দিষ্টভাবে এই গবেষণার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা নির্ধারণ, গবেষণা প্রস্তাবনা প্রস্তুতকরণ, জরিপ পরিচালনার জন্য প্রশ্নপত্র তৈরি, নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রশ্নপত্র তৈরি, কেস স্টাডি চেকলিস্ট তৈরি এবং নকশিকাঁথা শিল্পের সাধারণ ইতিহাস রচনায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রন্থ, সাময়িকী, দৈনিক পত্রিকা এবং প্রবন্ধসমূহ হতে সাহায্য নেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট গবেষক দল কর্তৃক উভয় গবেষণা এলাকা (জামালপুর ও যশোর) সরেজমিন পরিদর্শন করে গবেষণা সর্ম্পকিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

(খ) <u>প্রাথমিক গবেষণা বা গবেষণা এলাকা থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ:</u> প্রাথমিক তথ্যের জন্য জরিপ পদ্ধতি (Survey method), কেসস্টাডি ও নিবিড় সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। জরিপ পদ্ধতিতে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়েছে। অধিকন্তু গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য সাক্ষাৎকার চেকলিস্ট (Interview Checklist) এবং কেস

স্টাডি (Case study) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, যদিও গবেষণা কর্মটির শিরোনামে কেস স্টাডির কথা বলা হয়েছে কিন্তু গবেষণা কর্মটির উদ্দেশ্যসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে এবং অধিকতর কার্যকর তথ্য সংগ্রহের জন্য জরিপ পদ্ধতিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। জরিপ পদ্ধতির পাশাপাশি কেস স্টাডি ও নকশীকাঁথা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

৩.১। নমুনায়ন এবং পরিমাণগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ

জরিপ পদ্ধতির জন্য নমুনায়ন: প্রস্তাবিত গবেষণায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মোট ১০১ জন মহিলা যারা বর্তমানে নকশিকাঁথা শিল্পে নিয়োজিত আছেন তাদেরকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত করা হয়েছে। যেহেতু জামালপুর জেলায় নকশিকাঁথা শিল্পের সাথে অধিক সংখ্যক মহিলা নিয়োজিত আছেন সেইহেতু জামালপুর জেলা থেকে ৬০ জন উত্তরদাতা এবং যশোর জেলা থেকে ৪১ জন উত্তরদাতা সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জামালপুর জেলা শহর ও শহরতলীতে অবস্থিত নকশিকাঁথা শিল্পের সাথে জড়িত এমন সব মহিলাদেরকেই নমুনায়ন সমগ্রক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা যেমন ব্র্যাক এর কর্মীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হিসেবে জানা যায় যে, উক্ত এলাকায় এই শিল্পের সাথে জড়িত নারীর সংখ্যা খুববেশি হলেও ৬০০ থেকে ৭০০ এর মধ্যে হবে। যদিও এ সংশ্লিষ্ট কোনো সঠিক পরিসংখ্যান গবেষক দল পায়নি। কাজেই উক্ত সংখ্যার শতকরা ১০ শতাংশ অর্থাৎ ৬০ জনকে এই গবেষণার নমুনা উত্তরদাতা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে যা একটি প্রতিনিধিত্বশীল নমুনায়ন সংখ্যা বলে গবেষক দল মনে করেন। উপরন্তু গবেষণার বাজেট ও সময় বিবেচনা করেও উক্ত সংখ্যাকে এই ধরনের গবেষণার জন্য প্রতিনিধিত্বশীল বলে ধরে নেয়া যায়। অপরপক্ষে যশোর জেলার পান্তাইয়া পাড়া ও এর আশেপাশের এলাকায় ৪০০ থেকে ৫০০ সংখ্যক নারী এই শিল্পের সাথে জড়িত আছে বলে জানা যায়। যদিও লিখিত সঠিক কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। সেই হিসেবে এই জেলা থেকে মোট ৪১ জনকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন নির্বাচিত করা হয়েছে যা একটি প্রতিনিধিত্বশীল সংখ্যা বলে গবেষক দল বিবেচনা করে।

কেস স্টাডির জন্য নমুনায়ন: জামালপুর জেলা থেকে ৬টি কেস স্টাডি এবং যশোর জেলা থেকে ৪টি কেস স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে। জরিপ পদ্ধতির জন্য নির্বাচিত নমুনার সংখ্যার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রতি ১০ জনে ১ জনকে কেস হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। এইভাবে যশোরে ৬০ জন এর বিপরীতে ৬ জন এবং জামালপুরে ৪১ জনের বিপরীতে ৪ জনকে কেস স্টাডি করা হয়েছে। সর্বমোট ১০ জনকে কেস স্টাডি করা হয়েছে। যে সকল নারীর উপর কেস স্টাডি করা হয়েছে তাদেরকে জরিপ পদ্ধতির সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য নির্বাচিত করা হয়নি। কেস স্টাডির জন্য মূলত ঐসব নারীকে বেছে নেয়া হয়েছে যারা নকশী পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িত। যারা শুরুতে অল্প পুঁজি নিয়ে নকশী কাঁথার কাজ শুরু করেছিলেন এবং বর্তমানে কিছুটা স্বচ্ছল অবস্থায় আছেন তাদেরকে কেস স্টাডি করা হয়েছে।

নকশিকাঁথা শিল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য নমুনায়ন: জামালপুর থেকে ৬ জন এবং যশোর থেকে ৪ জন নকশিকাঁথা শিল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। জরিপ পদ্ধতির জন্য নির্বাচিত নমুনার সংখ্যার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রতি ১০ জনে ১ জনকে নকশিকাঁথা শিল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। এইভাবে

যশোরে ৬০ জনের বিপরীতে ৬ জন এবং জামালপুরে ৪১ জনের বিপরীতে ৪ জনকে নির্বাচন করা হয়েছে। সর্বমোট ১০ জন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত গবেষণার সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য গবেষকদল ছাড়াও দু'জন অভিজ্ঞ গবেষণা সহযোগী (তথ্য সংগ্রহকারী) নিয়োগ করে তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে উক্ত তথ্য সংগ্রহকারীগণ গবেষণা এলাকায় অবস্থান করে সুনির্দিষ্ট সময়ে তথ্য সংগ্রহ সম্পাদন করেন। প্রথমত তারা জরিপ পদ্ধতির জন্য নির্বাচিত মহিলাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং পরবর্তীতে কেস স্টাডি ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

৩.২। তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি

প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যসমূহ প্রয়োজনীয় সম্পাদনা ও কোডিং সম্পন্ন করে কম্পিউটারে এন্ট্রি ও পরিসংখ্যানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। SPSS সফ্টওয়ারের মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন লেখচিত্রের মাধ্যমে তা মূল প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। গুণগত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে তা প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৩.৩। গবেষণার সীমাবদ্ধতা

কম বাজেটের অর্থ বরাদ্দ এই গবেষণার উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা। দ্বিতীয়ত, পর্যাপ্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের অভাবও এই শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট নারীদের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া না যাওয়ায় উপযুক্ত পরিসংখ্যানিক পদ্ধতিতে প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা নির্বাচনে সীমাবদ্ধতা। বিষয় সংশ্লিষ্ট পূর্ববতী গবেষণা কর্মের অভাবও এই গবেষণার আরেকটি সীমাবদ্ধতা। পরবর্তী গবেষকগণ এই বিষয়ে আরও নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করবেন এবং এই গবেষণা কর্মটি তাদের সহায়ক হবে।

৪। নকশিকাঁথা সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা

৪.১। নকশিকাঁথা: বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য

কাপড়ের উপর তৈরি নকশা করা কাঁথাই নকশিকাঁথা। বিশদভাবে এভাবে বলা যায়, সূক্ষ হাতে সুচ আর বিভিন্ন রঙের সুতায় গ্রামবাংলার বউ-ঝিয়েরা মনের মাধুরী মিশিয়ে নান্দনিক রূপ-রস ও বৈচিত্রের যে কাঁথা বোনেন, তা-ই নকশিকাঁথা। জীবন ও জগতের নানা রূপ প্রতীকের মাধ্যমে ফুটে উঠে নকশিকাঁথায়। আবহমান কাল ধরে নকশিকাঁথায় যে শিল্পকর্ম ফুটে ওঠেছে তা বাংলার শিল্প, সংস্কৃতি, সমাজ, প্রকৃতির প্রাচীন ঐতিহ্য। নকশিকাঁথা সাধারণত দুই পাটের অথবা তিন পাটের হয়ে থাকে। চার-পাঁচ পাটের কাঁথা শীত নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাতে কোনো কারুকার্য থাকে না। কাঁথাকে মেঝের ওপর তুলে ধরে তার উপরে বসে কাঁথা সেলাই করতে হয়। সাধারণত পুরনো কাপড়ের পাড় থেকে সুতা তুলে অথবা হাট হতে তাঁতিদের কাছ থেকে বাহারি সুতা কিনে যেমন: লাল, নীল, সবুজ, বেগুনি, হলুদ প্রভৃতি সুতা কিনে এনে কাঁথা সেলাই করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে ফোঁড়, পাড় ও নকশা অনুযায়ী নকশিকাঁথা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন: বরকা ফোঁড়, তেজবি ফোঁড়, বাঁশপাতা ফোঁড়, কইতা ও বিছা ফোঁড় ইত্যাদি। পাড়ের নামেও আছে বৈচিত্র্য। যেমন: তোলা পাড়, তাস পাড়, নয়নলতা, নারিকেল পাতা ও নৌকা বিলাসসহ বিভিন্ন নামের নকশি কাঁথা রয়েছে।

বর্তমান বাংলাদেশে নানা রকমের কাঁথা রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- নকশি কাঁথা, বিছানার চাদর, থ্রিপিস, ওয়াল ম্যাট, কুশন কভার, শাড়ি, পাঞ্জাবি, টি-শার্ট, ফতুয়া, স্কার্ট, লেডিস পাঞ্জাবি, ইয়র্ক, পার্স, বালিশের কভার, টিভি কভার, শাড়ির পাড়, ওড়না, ফ্লোর কুশন, মাথার ব্যান্ড, মানিব্যাগ, কলমদানি, মোবাইল ফোন ব্যাগ, শিকা, শাল ও চাদর প্রভৃতি। সুই-সুতার মাধ্যমে আপন মনের ইচ্ছায় পরিবেশের চারপাশের ফুল, পাতা, পাখি, পশু ও দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র কাঁথায় প্রতিফলিত হয়। কাঁথাশিল্পী নিজেই এর রূপকার ও কারিগর। অধিকাংশ সময় কাঁথার নকশা মোটেও না এঁকে সরাসরি সুই-সুতা চালিয়ে একেকটি কাঁথা তৈরি করেন তারা। বিভিন্ন রঙের সুতা দিয়ে মনের মাধুরী মিশিয়ে কাঁথাগুলো এফোঁড়-ওফোঁড় করে অনুপম রসের আবহ তৈরি করেন। এ ধরনের কাঁথা একটিই হয়। একটির সঙ্গে অন্যটির মিল কখনোই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানেই নকশিকাঁথার নিজস্বতা। নকশিকাঁথা বাঙালির নিজস্ব সম্পদ। এই ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করেই **১৯২৯** সালে জসীম উদ্দীন রচনা করেন তার **'নকশিকাঁথার মাঠ'** কাব্যগ্রন্থ। বলা যায় এরপর থেকেই সুধী মহলে নকশিকাঁথা শব্দটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 'বহুদিন পর গাঁয়ের লোকেরা গভীর রাতের কালে, শুনিল কে যেন বাজাইছে বাঁশী বেদনার তালে তালে। প্রভাতে সকলে দেখিল আসিয়া সেই কবরের গায়, রোগ পান্ডুর একটি বিদেশি মরিয়া রয়েছে হায়! শিয়রের কাছে পড়ে আছে তার কখানা রঙিন শাড়ি, রাঙা মেঘ বেয়ে দিবসের রবি যেন চলে গেছে বাড়ি! সারা গায়ে তার জড়ায়ে রয়েছে সেই যে নকশি-কাঁথা,আজও গাঁয়ের লোকে বাঁশী বাজাইয়া গায় এ করুণ গাথা।'

নকশিকাঁথা শৌখিন মানুষের এক পরম সম্পদ। গ্রাম-নগর-শহর-বন্দর সর্বত্র নকশিকাঁথা পাওয়া যায়। বলা যায় বাঙালী বেড়েই ওঠে নকশি কাঁথা গায়ে দিয়ে। বাড়িতে নতুন জামাইকে নকশিকাঁথা, নকশি বালিশ, দস্তরখানা ও নকশি রুমাল উপহার দেওয়া হতো। মা সন্তানের জন্য, স্ত্রী স্বামীর জন্য এবং দাদিরা পৃথিবীতে নতুন অতিথির আগমনকে উপলক্ষ করে নকশি কাঁথা তৈরি করতেন। ব্যবহারের উপরই নির্ভর করে কাঁথার কি ধরনের নাম হবে। যেমন জায়নামাজ কাঁথা, আসন কাঁথা, দস্তরখানা (বসে খাবার খাওয়ার জন্য) লেপকাঁথা, বয়তন (বালিশে ব্যবহারের জন্য) কাঁথা ইত্যাদি। নকশি কাঁথা তেরি হয় রেশমি সুতা ও সোনামুখী সুই দিয়ে। তবে বর্তমানে নানা ধরনের সুই দিয়েও নকশি কাঁথা তৈরি করা হয়ে থাকে।

৪.২। নকশিকাঁথা: ইতিহাস ও লোকশিল্প

কবে থেকে নকশিকাঁথার জন্ম তার নির্দ্দিষ্ট দিনক্ষণ সঠিকভাবে বলা যায় না। সেই প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি নকশিকাঁথা সেলাই করে আসছে। হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যলালিত আমাদের নকশিকাঁথা। তবে এটি ব্যাপক আকার ধারণ করে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পর থেকে। কেননা তখন সহজিয়া ঋষিরা তাদের তত্ত্বকথা ব্যক্ত করার জন্য আশ্রয় নিতো প্রতীকের। এর ফলেই নকশিকাঁথায় প্রতীক বা ছবির ছড়াছড়ি লক্ষ করা যায়। নকশিকাঁথায় মহাভারতের কথা যেমন আছে, তেমনি আছে বেদ উপনিষদের বাণীও। নানা আকারে ধর্মীয় লোক কথা, জীবন ও জগতের নানা রহস্যাবৃত বিষয়াদি ফুটিয়ে তোলা হতো কাঁথায়। সময়ের পালাবদলে পরিবর্তন এসেছে নকশিকাঁথার নকশাতেও। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে মানুষের দুঃখ বেদনার গল্পও স্থান পেয়েছে নকশিকাঁথায়। ফলে সময়কে ধারণ করে নকশিকাঁথা এগিয়ে এসেছে আধুনিক মানুষের দোরগোড়ায়।

বাংলার লোকশিল্পের ধারায় নকশিকাঁথা এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রমধর্মী সৃষ্টি। কাঁথা হলো গ্রামীণ মানুষের অল্প শীতে ব্যবহার্য শারীরিক আচ্ছাদন স্বরূপ। সংস্কৃত কন্থা, >প্রা.কংথা, > বা কাঁথা শব্দটির উৎপত্তি। আবার, 'কাঁথা' শব্দটি বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। যেমন- কেঁথা, কেথা, ক্যাঁথা, কান্থা, ক্যাতা, কাথা, ক্যাঁতা ইত্যাদি। কাঁথাশিল্প একান্তই নারী-শিল্প। বঙ্গনারীরা তাদের কামনা বা রঙিন স্বপ্নকে দক্ষ শিল্পীর সূক্ষ্ম তুলির টানের মতো নিপুণ হাতে সুচ ও সুতোর সাহায্যে কাঁথার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন নকশাকে তুলে ধরেন। এর মধ্যে দিয়ে কাঁথাশিল্পীর অসীম ধৈর্য্যের পরিচয় ফুটে ওঠে। কাঁথার মধ্যে দিয়ে কাঁথা শিল্পীর সৃষ্টির উন্মাদনা, মৌলিক প্রতিভা, সুক্ষ্ম ও সুনিপুণ দৃষ্টিভংগির পরিচয় প্রকাশ পায়। নারীরা কাঁথার প্রত্যেকটি ফোঁড় সমানভাবে সেলাই করেন, আর সেইসঙ্গে তারা মানানসই রঙিন সুতো দিয়ে বিভিন্ন ধরনের চমৎকার নকশা কাঁথাতে ফুটিয়ে তোলেন।

নকশিকাঁথায় কেবলমাত্র সামাজিক রূপবৈচিত্রই বিধৃত হয়নি, দেশের সামাজিক, ধর্মীয় ও লোকজ বিশ্বাসও এতে বিধৃত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে পল্লীবাংলার মেয়েদের সুপ্ত প্রতিভার প্রকাশ ঘটে। বলা বাহুল্য, হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের তৈরি কাঁথার মধ্যে কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। যেমন, মুসলিম সম্প্রদায়ের তৈরি কাঁথায় চাঁদ-তারা, জ্যামিতিক ও ফ্লোরাল নকশার আধিক্য লক্ষ করা যায় এবং রঙের বহুল ব্যবহার ও বিভিন্ন ফুলের প্রাচুর্য দেখা যায়, আর হিন্দু সম্প্রদায়ের তৈরি কাঁথায় ফিগার, রামায়ন-মহাভারতের যুদ্ধের দৃশ্য, ব্রিটিশ আমলের ফিগার, রথ, মন্দির, বিভিন্ন দেব-দেবী ও তাঁদের বাহন ইত্যদি মোটিফ দেখা যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই আবার হিন্দু মুসলমান উভয়ের যৌথ সংস্কৃতির সমন্বয় লক্ষ করা যায় কাঁথার চিত্রে। এ ছাড়া কাঁথার মধ্যে সমসাময়িক প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। নকশি কাঁথা গ্রামীণ মেয়েদের প্রেম-ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা এবং আবেগমথিত চিন্তা ও কল্পনার এক অপরূপ চিত্র। অন্য কথায়, নকশি কাঁথায় লোক-মানসিকতার প্রকাশ ঘটে বলেই একটি জাতির সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও ধর্মীয় অনুভূতিকে আবিস্কার করা যায়।

কাঁথাশিল্প একান্তভাবেই নারীসমাজের সৃষ্টি বা স্নেহ-ভালোবাসার অভিব্যক্তিতে এই ধুলিধূসরিত মর্তের মানবজীবনকে আরও সুন্দর ও মধুর করে গড়ে তুলতে প্রেরণা যোগায় এবং বর্ণ ও বৃত্তিভেদে তার কোনোও পরিবর্তন নেই। এটি একান্তই পল্লী বালাদের নিজস্ব সৃষ্টি, এতে পুরুষদের কোনোও ভূমিকা নেই। কাঁথা তৈরি করতে কাপড় নির্বাচন করে তাকে পরিস্কার করা, কোন ধরনের সুতো সেলাইয়ের কাজে প্রয়োজন হয়, ঠিক করা, মনমতো নকশা সেই কাপড়ের উপর অংকিত করা এবং পরিশেষে অত্যন্ত ধৈর্য ও পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে বর্ণময় সুন্দর কাঁথাটি সেলাই করা- এ সবই বঙ্গনারীরা নিজেরাই করতো।

কাঁথা হলো গ্রামজীবনের অপরিহার্য ও সজীব শিল্প সাধনা। কাঁথা তৈরির পেছনে কিছু কিছু বিশ্বাস ও সংস্কার পরিলক্ষিত হয়। যেমন- পল্লী বাংলার মেয়েরা উঠোনে বসে বিকেলের মধ্যে বা সন্ধ্যার পূর্বেই কাঁথা সেলাই শেষ করবে, রাতে সেলাই করবে না। কারণ এই বিশ্বাস যে রাত্রে সেলাই করলে পরিবারে দারিদ্র্য আসবে। বিশ্বাসের সঙ্গে কিছু সংস্কারও জড়িয়ে আছে। যেমন- মুসলিম মেয়েরা শুক্রবারে কাঁথা সেলাই শুরু করে, মঙ্গলবার বা শনিবার সেলাই শুরু করে না। কারণ মুসলিমদের কাছে শুক্রবার হচ্ছে জুম্মাবার অর্থাৎ শুভদিন। হিন্দু পরিবারের মেয়েরা সপ্তাহের যে কোনো দিন কাঁথা সেলাই শুরু করে, কিন্তু শনিবারে কখনওই সেলাই শুরু করে না। কারণ তাদের বিশ্বাস বা সংস্কার হলো যে, শনিবারে শুরু করলে শনির দৃষ্টি পড়বে। আবার কোনো গর্ভবর্তী নারী সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার আগে কখনও কোনো কাঁথা সেলাই করবে না, কারণ সন্তান মারা যেতে পারে এই আশংকায়। এ ছাড়া বিশ্বাস, যে কাঁথা কোনোও

পরিবারে ব্যবহৃত হয়নি তা কোনো সাধু বা পীরকে দান করলে পরিবারের মঙ্গল হবে। যদি কোনোও নারী কোনোও কাঁথা কর্মস্থানে দান করে, তাহলে তাকে কাঁথার সঙ্গে আরও কিছু উপহার দিতে হয়। এ ছাড়াও কাঁথা তৈরির সঙ্গে আরও কিছু সংস্কার জড়িয়ে আছে। যেমন একমাত্র বিবাহিতা নারীরাই কাঁথার নকশা তৈরি করবে। অবিবাহিত মেয়েরা কখনও করবে না যদি কোনোও গর্ভবতী নারী কাঁথা সেলাইয়ের স্বপ্ন দেখে, তাহলে তার কন্যাসন্তান ভূমিষ্ট হবে। আবার কাঁথা সেলাই এর সময়ে যদি কোনো নারী ভাজা বা পোড়া খাবার খান, তাহলে কাঁথা সেলাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই ধরনের নানা বিশ্বাস ও সংস্কার কাঁথা সেলাই এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। পরিশেষে বলতে হয়, বঙ্গললনারা কাঁথার মধ্যে যে অপরিসীম ধৈর্য্য ও সূক্ষ্ম কলা নৈপূণ্যের পরিচয় দিয়েছে তা অতুলনীয়। কাজেই এই সব গ্রামীণ শিল্পীদের আশা-আকাংখা, ব্যথা-বেদনার কথা জানতে হলে কাঁথা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা খুবই প্রয়োজন। বাণিজ্যিকভাবেও কাঁথার বিশেষ করে নকশিকাঁথার চাহিদা কম নয়। তাই বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক নকশি কাঁথার মধ্যে দিয়ে পল্লীনারীর সুপ্ত প্রতিভা ও দক্ষতার প্রকাশ ঘটে এবং এতে সহজ ও সরল গ্রামীণ জীবনের আলেখ্য ফুটে ওঠে বলেই নকশি কাঁথা বাংলার গ্রামীণ নারীদের সরল চিত্ত বিকাশের এক নির্মল দর্পণস্বরূপ। বাংলাদেশের সর্বত্রই কাঁথা তৈরি হলেও চাঁপাইনবাবগঞ্জ, যশোর, জামালপুর প্রভৃতি জেলায় বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে নকশিকাঁথা উৎপাদন হচ্ছে। এ শিল্প সম্প্রসারিত হলে গ্রামীণ নারী শ্রমিকের একটি বৃহৎ অংশের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

৪.৩। নকশিকাঁথার বাণিজ্যিক রূপ

নকশিকাঁথার বাণিজ্যিক ব্যবহার বেশি দিনের নয়। সাম্প্রতিক সময়ে এসে নকশিকাঁথা তার বাণিজ্যিক রূপ লাভ করে। প্রথম দিকে মানুষ তার নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনেই কাঁথা সেলাই করত। আত্মীয়স্বজন বা বাড়ির মেহমানদের অতিরিক্ত সমাদর করার জন্য তারা নকশিকাঁথা বিছিয়ে দিতো। এছাড়া সাধারণ কাঁথা দিয়েই তারা তাদের প্রয়োজন মেটাত। বাংলার কৃষি সমাজে এটাই ছিল রীতি। বাড়িতে কেউ এলে তার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানা বসানোই ছিল ভদ্রতার লক্ষণ। আর এই কারণেই তখনকার মেয়েরা নকশিকাঁথা সেলাই করতো। একটি নকশিকাঁথা সেলাই করতে তাদের বছরের পর বছর ব্যয় করতে হতো। ফলে তারা এই নকশিকাঁথা নিয়ে কোনো রকমের বাণিজ্যিক চিন্তা করার অবসর পায়নি। কালক্রমে, বলতে গেলে ব্রিটিশ আমলে যখন বিদেশীরা এদেশে আগমন করে তখন কিছু বিদেশী ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তা এদেশের নকশি কাঁথার গুণে মুগ্ধ হয়ে অর্ডার দিয়ে নানা রকমের নকশিকাঁথা বনিয়ে নিতো। কিন্তু নকশি শিল্পীরা তা সহজেই বানিয়ে দিতে চাইতেন না। বাংলাদেশে এটি বাণিজ্যিক রূপ লাভ করে সত্তরের দশকে এসে। তখন কারিকা নামে একটি সংস্থা গ্রাম্য মহিলাদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য তাদের যে হাজার বছরের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান- নকশি কাঁথা বোনা, তা কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। আর এর ফলেই ১৯৭২ সালে প্রথম কারিকা বাণিজ্যিকভাবে নকশিকাঁথা উৎপাদন শুরু করে। এরপর ব্র্যাক তার নারী স্বাবলম্বী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নকশিকাঁথাকে গ্রহণ করে এবং ব্র্যাক আড়ংয়ের মাধ্যমে এটি বাজার জাত করে। বলা যায়, ব্র্যাকই নকশিকাঁথার ব্যাপক বাণিজ্যিকায়ন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু সেই সাথে নকশিকাঁথার সেই ঐতিহ্যগত যে রূপ বা শৈল্পিক দিকটি অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানে নকশিকাঁথার বাণিজ্যিক ব্যবহার সর্বত্র দেখা যাচ্ছে। দেশে নকশিকাঁথা সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে- নকশিকাঁথা, বেড কভার, থ্রি-পিস, ওয়ালমেট, কুশন কভার, শাড়ি, পাঞ্জাবি, টি-শার্ট, ফতুয়া, স্কার্ট, লেডিস পাঞ্জাবি, ইয়ক, পার্স, বালিশের কভার, টিভি কভার, শাড়ির

পাড়, ওড়না, ফ্লোর কুশন, মাথার ব্যান্ড, মানি ব্যাগ, কলমদানি, মোবাইল ব্যাগ, শিকা, শাল, চাদর ইত্যাদি। বাংলাদেশের জামালপুরের বকশীগঞ্জ, ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, মাদারগঞ্জ, মেলান্দহ, যশোর, ফরিদপুর, সাতক্ষীরা অঞ্চলে নকশি কাঁথা বেশি তৈরি হয়ে থাকে। তা ছাড়া ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, রাজশাহী, বরিশাল, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও সিলেটে নকশি কাঁথার বাজার ও ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে।

৪.৪। আন্তর্জাতিক বাজারে নকশিকাঁথা

সারাবিশ্বে এখন নকশিকাঁথার বিশেষ বাজার তৈরি হয়েছে। পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন বাজারে এ শিল্প ইদানীং বেশ ভালো স্থান করে নিতে চলেছে। বাংলাদেশের নকশিকাঁথা গুণগতমানে উন্নত এবং দাম তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় দেশ-বিদেশে এর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের নকশিকাঁথার উন্নত গুণগত মান ও মূল্য তুলনামূলক কম হওয়ায় বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নকশিকাঁথার বিশেষ বাজার সৃষ্টি হচ্ছে। ইউরোপ, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যেও নকশিকাঁথা রপ্তানি হচ্ছে।

৪.৫। নকশিকাঁথা সম্পর্কিত গবেষণা ও সংগ্রহ

নকশিকাঁথা নিয়ে এ পর্যন্ত অনেক গবেষণা, বই ও প্রবন্ধ লেখা হয়েছে যার কিছু কিছু এই প্রতিবেদনের শেষে গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের মিউজিয়ামেও সংরক্ষিত রয়েছে বাংলার নকশিকাঁথা। লন্ডনের ন্যাশনাল মিউজিয়াম, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, সোনারগা কারুশিল্প জাদুঘর, কলকাতার গুরু সদয় মিউজিয়াম, আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়ামেও আমাদের নকশিকাঁথা রয়েছে। লোকশিল্পের গবেষণায় পাওয়া নকশি কাঁথাগুলো অথেনটিক নকশিকাঁথা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ওয়েস্ট বেঙ্গলের কিছু সচেতন মানুষ কাঁথা সংগ্রহ করা শুরু করেন। ড. এনামুল হক ১৯৫৯-এ নকশিকাঁথা সংগ্রহ শুরু করেন। তিনি প্রায় তিনশর মতো কাঁথা সংগ্রহ করেন।

৪.৬। জামালপুর ও যশোর জেলার নকশিকাঁথা

জামালপুর: এক সময় জামালপুরের গ্রামীণ বিয়ে-সাদীতে অনিবার্য ছিল নকশিকাঁথা । নতুন কনের শশুর বাড়ি যাত্রায় বাবার বাড়ি থেকে নকশিকাঁথা নেওয়ার রেওয়াজ ঐতিহ্যগতভাবে চলে আসছে এ অঞ্চলে। ঐতিহ্যবাহী মনোমুগ্ধকর সূচি শিল্পটি একসময় হারিয়ে যেতে বসেছিল। সত্তর দশকের শেষভাগে এ শিল্পের চিহ্ন প্রায় বিলুপ্ত হতে থাকে। অবশেষে আশির দশকের শুরুতেই আবার হারাতে বসা নকশিকাঁথা শিল্পটি পুনরুদ্ধার করে বাণিজ্যিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় গতিযোগ করে ব্র্যাক নামক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটি। ব্র্যাক জামালপুরের বিভিন্ন গ্রামের সূচি শিল্পীদের খুঁজে বের করে নকশিকাঁথা শিল্পের নব উত্থান ঘটায়। ১৯৮৭ সালে বেসরকারি সংস্থা 'উন্নয়ন সংঘ' এক হাজার গ্রামীণ মহিলাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নকশিকাঁথার কার্যক্রম শুরু করে। উন্নয়ন সংঘ থেকে অনেক প্রশিক্ষিত কর্মী বের হয়ে আসার পর তারা নিজেরাই প্রতিষ্ঠা করেন নকশিকাঁথা শিল্প। এ সময় গড়ে উঠে রংধনু হস্ত শিল্প, সৃজন মহিলা সংস্থা, সুপ্তি, ক্যাম্প, কারু নিলয়, জোসনা হস্ত শিল্প, প্রত্যয় ক্রাফট, শতদল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান। পরবর্তী সময়ে এ ক্ষুদ্র শিল্পটি আরও প্রসার লাভ করে। বর্তমানে জামালপুরে সবগুলো উপজেলাতেই এ শিল্পের কাজ হচ্ছে এবং প্রায় ৩০০ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আয়োজন,

রওজা কারু শিল্প, কারু পল্লী, কারু নীড়, দোলন চাঁপা, ঝিনুক, সূচিকা, তরঙ্গ, দিপ্ত কুটির, বুনন, অণিকা, মিম, মামিম ইত্যাদি। এ শিল্পের সাথে জামালপুরের প্রায় ৭৫ হাজার পুরুষ-মহিলা জড়িয়ে রয়েছে। নানান প্রতিকূলতার কারণে শিল্পটির তেমন প্রসার ঘটেনি। বর্তমানে এ শিল্পের সাথে জড়িত ব্যবসায়ীরা আর্থিক অনটনে থাকায় ব্যবসা প্রসারের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে।

যশোর: যশোরের নকশিকাঁথা সূচিশিল্পের শত শত বছরের আলোকময় ইতিহাস রয়েছে। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় পাঁচ-সাতশ' বছর আগে থেকেই এই জনপদের মানুষ শীত নিবারণের জন্য নকশিকাঁথা গায়ে জড়িয়ে ওম নিয়েছে। পুরাতন ব্যবহৃত শাড়ির পাড়ের সুতো তুলে নানী দাদীরা বছরের পর বছর ধরে নকশিকাঁথা সেলাই করেছেন। এক সময় তুলো থেকে সুতো তৈরি করে সেই সুতো দিয়ে গৃহবধূরা নকশিকাঁথায় তাদের শিল্পনৈপুণ্য ফুটিয়ে তুলেছেন। ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র 'যশোর খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, পাঠান আমলেই যশোর বস্ত্রশিল্পে সমৃদ্ধ ছিল। উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদনের কারণে এই সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়। এই ইতিহাস থেকে দেখা যায়, ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ সময় কালে আজ থেকে সাত শতাধিক বছর আগে এই জনপদের বস্ত্র একটি পৃথক স্থান দখল করে ছিল। সতীশচন্দ্র মিত্র আরও লিখেছেন, 'স্ত্রী লোকরা কাঁথা সেলাই ও সিকা প্রস্তুত করিয়া অন্য দেশকে পরাজয় করত যশোলাভ করিতেন।' তার এই লেখায় প্রমাণিত হয় শত শত বছর আগেও যশোর এলাকার মহিলাদের হাতে তৈরি নকশি কাঁথা দেশ বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছিল, যা আজও অব্যাহত রয়েছে। ২০০ বছর আগেও যশোরের নকশিকাঁথা তার সুনাম ধরে রেখেছিল, এমন ইতিহাসও খুঁজে পাওয়া যায়। বিয়ের সময় কন্যার সূচিশিল্পের দক্ষতা যাচাই করে দেখা হত। নকশিকাঁথা ছাড়াও রুমাল, বালিশের কভার, দস্তরখান, হাত পাখাসহ গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্ত্র সম্ভারে যশোর অঞ্চলের মহিলাদের যে সৃজনশীলতা, দক্ষতা, পারদর্শীতা দেখা যায় তা অতুলনীয়। ষাটের দশকে যশোর অঞ্চলে সেলাই কাজের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। যশোরে প্রগতিশীল মহিলা আয়েসা সন্দার এই কাজের মূল রূপকার। ১৯৫৫ সালে তিনি যশোরের পুরাতন কসবা এলাকায় 'যশোর মহিলা শিল্প বিদ্যালয় সমাজ কল্যাণ সংস্থা' নামে একটি সেলাইয়ের স্কুল চালু করেন। আয়েসা সন্দারের সেলাই বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত হন একই এলাকার স্কুল শিক্ষিকা মোহসেন আরা চৌধুরী। তিনি ওই স্কুলের দায়িত্ব নিয়ে যশোর স্টিচ এই সেলাইকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন। শান্তিপুরের জনপ্রিয় সেলাই যা আজ যশোর স্টিচ নামে পরিচিত এই সেলাইকে বাণিজ্যিকভাবে যশোর এলাকায় মোহসেন আরা চৌধুরী জনপ্রিয় করে তোলেন। তখন শাল রিপুর উপর ভরসা রেখে রিপুর আদলে কাঁথার উপর লতা পাতা ফুল তোলার ব্যতিক্রমি সেলাই কাজ শুরু হয়। পাকিস্তানি ডিএমসি সুতো দিয়ে সিদ্ধিপাশা থানের উপর নকশিকাঁথা, ডাইনিং সেট, বেড কভার ছাড়াও শাড়িতে ফুল তোলার কাজে এক নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। যশোরের ৫০০ মহিলা এই নতুন ধারার সেলাই কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। তখন ফ্রেমে কোনো সেলাই কাজ হত না। হাঁটুর উপর রেখে ফুল তোলা হত। আয়েসা সন্দার, আসিয়া এন খোদা, সালেমা খাতুন, বিজলী বিশ্বাসসহ আরো কয়েক জন সূচিশিল্পীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় যশোর অঞ্চলের সেলাই কাজের সুনাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের পর সেলাই কাজের প্রসার বৃদ্ধি পায়। আশির দশকে বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠান ঋণ কর্মসূচির পাশাপাশি গ্রামের মহিলাদের নকশিকাঁথাসহ অন্যান্য সেলাই কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এনজিওগুলো মহিলাদের দিয়ে ওইসব সেলাই কাজ করিয়ে দেশ বিদেশে তা বাজারজাত শুরু করে। নব্বই দশকে যশোরের শিক্ষিত বেকার তরুণ যুবকরা নকশিকাঁথা সেলাইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে ওই তরুণ যুবকরা গ্রামের মহিলাদের দিয়ে নকশিকাঁথা, পাঞ্জাবি, থ্রি পিচ, ফতুয়া, শাড়ি তৈরি করে দেশের বিভিন্ন স্থানে বাজারজাত শুরু করে। যশোরের নকশিকাঁথা এখন দেশ জয় করে

ইংল্যান্ড আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে। বাঙালির নিজস্ব শিল্প আমাদের লোকশিল্প নকশিকাঁথা। এই শিল্পে বাংলাদেশের আবহমান কালের প্রকৃত চিত্র ফুটে ওঠে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, এই শিল্পের বিকাশে আজ পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে কিছু কিছু এনজিওর ক্ষেত্রে অভিযোগ, তারা নকশিকাঁথা নিয়ে বাণিজ্য করেছে। কাঁথা শিল্পীদের পারিশ্রমিকের দিকে গুরুত্ব দেয়নি। ফলে সূচিশিল্পীদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। মধ্যস্বত্বভোগীরা সেলাই কাজের সব লাভ নিংড়ে খেয়ে নিচ্ছে। যশোরের পান্তাপাড়ার গরিব বিধবার চোখের জ্যোতি দিয়ে তৈরি ১,৫০০ টাকার নকশিকাঁথা ঢাকায় বিক্রি হচ্ছে ৫ হাজার টাকায় যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

৫। নকশিকাঁথা শিল্পের সাথে জড়িত নারীদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য

গবেষণা কর্মটির উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে একটি সংক্ষিপ্ত জরিপ পরিচালনা করা হয়। জামালপুর ও যশোর জেলা থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে মোট ১০১ জন নারীর উপর এই জরিপ পরিচালনা করা হয়। উল্লেখ্য যে, উত্তরদাতা নারীদের সবাই নকশিকাঁথা/নকশি পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত। একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে উত্তরদাতাদের নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদে উত্তরদাতাদের বৈশিষ্ট্য বা আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তথ্যসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

৫.১। উত্তরদাতার আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য

বয়স: সারণি ১ এ প্রদর্শিত বয়স কাঠামোর বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উভয় জেলাতেই অধিকাংশ উত্তরদাতার (৩৮.৬ শতাংশ) বয়স ৩০-৩৯ বছর বয়স সীমার মধ্যে। জামালপুর জেলায় এই হার ৪৫ শতাংশ এবং যশোর জেলায় ২৯.৩ শতাংশ। উভয় জেলাতেই ২২.৮ শতাংশ উত্তরদাতার বয়স ৪০-৪৯ বছর বয়স সীমার মধ্যে। এছাড়াও উভয় জেলাতেই মাত্র ১৫.৮ শতাংশ উত্তরদাতার বয়স ১০-১৯ বছরের মধ্যে। উভয় জেলাতেই সব উত্তরদাতার গড় বয়স ৩১.৯ বছর (সারণি ১) ।

সারণি ১: বয়সের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

বয়স সীমা	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
১০-১৯	৮	১৩.৩	৮	১৯.৫	১৬	১৫.৮
২০-২৯	১১	১৮.৩	৮	১৯.৫	১৯	১৮.৮
৩০-৩৯	২৭	৪৫.০	১২	২৯.৩	৩৯	৩৮.৬
৪০-৪৯	১৪	২৩.৩	৯	২২.০	২৩	২২.৮
৫০-৫৯			৩	৭.৩	৩	৩.০
৬০-এর উর্ধ্বে			১	২.৪	১	১.০
গড়	৩১.৭৭		৩১.৯৩		৩১.৮৩	
মোট	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০০	১০০.০

বৈবাহিক অবস্থা: সারণি ২ এ প্রর্দশিত বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে দেখা যায় যে, মোট উত্তরদাতার এক বৃহৎ অংশ (৭২.৩%) বিবাহিত। জামালপুর জেলায় এই হার বেশি (৮১.৭ শতাংশ) এবং যশোর জেলায় ৫৮.৫ শতাংশ। উভয় জেলাতেই ১৮.৮ শতাংশ উত্তরদাতা অবিবাহিত। মোট উত্তরদাতার প্রায় ৮ শতাংশ বিধবা (সারণি ২) ।

সারণি ২: বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

বৈবাহিক অবস্থা	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
বিবাহিত	৪৯	৮১.৭	২৪	৫৮.৫	৭৩	৭২.৩
অবিবাহিত	১০	১৬.৭	৯	২২.০	১৯	১৮.৮
বিচ্ছিন্ন/আলাদা বসবাস			১	২.৪	১	১.০
তালাকপ্রাপ্ত						
বিধবা	১	১.৭	৭	১৭.১	৮	৭.৯
মোট	**৬০**	**১০০.০**	**৪১**	**১০০.০**	**১০০**	**১০০.০**

শিক্ষা: সারণি ৩ এ প্রর্দশিত লেখাপড়া জানার ভিত্তিতে দেখা যায় যে, মোট উত্তরদাতার একটি বৃহৎ অংশ (৭৮.২%) সাধারণ স্কুল বা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছেন। জামালপুর জেলায় এই হার ৮০ শতাংশ, যা যশোর জেলায় ৭৫.৬ শতাংশ (সারণি ৩) ।

সারণি ৩: সাধারণ স্কুল বা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছেন কিনা তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

সাধারণ স্কুল বা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছেন কিনা?	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
হ্যাঁ	৪৮	৮০.০	৩১	৭৫.৬	৭৯	৭৮.২
না	১২	২০.০	১০	২৪.৪	২২	২১.৮
মোট	**৬০**	**১০০.০**	**৪১**	**১০০.০**	**১০০**	**১০০.০**

সর্বোচ্চ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া: সারণি ৪ থেকে দেখা যায় যে, উভয় জেলাতেই যারা সাধারণ স্কুল বা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছেন তাদের অর্ধেকেরও বেশি (৫১.৮%) প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। জামালপুর জেলায় এই হার ৬৪.৬ শতাংশ এবং যশোর জেলায় ৩২.৩ শতাংশ।

পক্ষান্তরে, যশোর জেলায় উত্তরদাতার একটি বৃহৎ অংশ (৬৪.৫%) ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। উভয় জেলাতেই মোট উত্তরদাতার ৪৫.৬ শতাংশ ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন (সারণি ৪)।

সারণি ৪: কোন শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

শ্রেণি	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	সংখ্যা
১ম -৫ম	৩১	৬৪.৬	১০	৩২.৩	৪১	৫১.৯
৬ষ্ঠ -১০ম	১৬	৩৩.৩	২০	৬৪.৫	৩৬	৪৫.৬
একাদশ-দ্বাদশ	১	২.১			১	১.৩
স্নাতক থেকে তদূর্ধ্ব			১	৩.২	১	১.৩
মোট	৪৮	১০০.০	৩১	১০০.০	৭৯	১০০.০

পেশা: সারণি ৫ এ প্রদর্শিত পেশার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাসে দেখা যায় যে, উভয় জেলাতেই মোট উত্তরদাতার অর্ধেকেরও বেশি (৫৯.৪%) ঘরের কাজের সাথে যুক্ত বা গৃহিণি। জামালপুর জেলায় এই হার ৫০ শতাংশ এবং যশোর জেলায় এই হার ৭৩.২ শতাংশ। উভয় জেলাতেই প্রায় ১৪ শতাংশ উত্তরদাতা নকশিকাঁথা বুননের সাথে এবং ১৫.৮ শতাংশ উত্তরদাতা হস্তশিল্প কাজের সাথে যুক্ত।

সারণি ৫: প্রধান পেশার ধরনের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

প্রধান পেশার নাম	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
নকশিকাঁথা	১১	১৮.৩	৩	৭.৩	১৪	১৩.৯
দর্জি	৩	৫.০			৩	৩.০
হস্তশিল্প	১৪	২৩.৩	২	৪.৯	১৬	১৫.৮
গৃহিণী	৩০	৫০.০	৩০	৭৩.২	৬০	৫৯.৪
ছাত্রী	১	১.৭	৬	১৪.৬	৭	৬.৯
শিক্ষক	১	১.৭			১	১.০
মোট	৬০	১০০.০	৪০	১০০.০	১০০	১০০.০

দ্বিতীয় পেশা: সারণি ৬ থেকে দেখা যায় যে, উভয় জেলাতেই মোট উত্তরদাতার এক বৃহৎ অংশ (৮৯.১%) উল্লেখ করেছেন যে, প্রধান পেশার পাশাপাশি তাদের দ্বিতীয় পেশাও আছে। জামালপুর জেলার প্রায় ৮৫ শতাংশ এবং যশোর জেলার প্রায় ৯৫.১ শতাংশ উত্তরদাতা তাদের দ্বিতীয় পেশার সাথে যুক্ত থাকার কথা উল্লেখ করেছেন (সারণি ৬)।

সারণি ৬: দ্বিতীয় পেশার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

দ্বিতীয় পেশা আছে কি না?	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
হ্যাঁ	৫১	৮৫.০	৩৯	৯৫.১	৯০	৮৯.১
না	৯	১৫.০	২	৪.৯	১১	১০.৯
মোট	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০১	১০০.০

দ্বিতীয় পেশার ধরন: উভয় জেলাতেই যে সমস্ত উত্তরদাতা তাদের দ্বিতীয় পেশা থাকার কথা উল্লেখ করেছেন তাদের এক বড় অংশই (৭৮.৯%) হস্তশিল্প বা নকশিকাঁথা বুননকে দ্বিতীয় পেশা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। জামালপুর জেলার প্রায় ৯০ শতাংশ এবং যশোর জেলার ৭০.৬ শতাংশ উত্তরদাতা হস্তশিল্প বা নকশিকাঁথা বুননকে দ্বিতীয় পেশা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রায় ১৮ শতাংশ উত্তরদাতা 'গৃহিণী' হিসেবে দ্বিতীয় পেশার উল্লেখ করেছেন (সারণি ৭)।

সারণি ৭: দ্বিতীয় পেশার ধরনের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

দ্বিতীয় পেশার নাম	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
পশুপালন	১	২.০	-	-	১	১.১
গৃহিণি	১৪	২৭.৫	২	৫.১	১৬	১৭.৮
হস্তশিল্প/নকশিকাঁথা	৩৬	৭০.৬	৩৫	৮৯.৭	৭১	৭৮.৯
ছাত্রী	-	-	২	৫.১	২	২.২
মোট	**৫১**	**১০০.০**	**৩৯**	**১০০.০**	**৯০**	**১০০.০**

উত্তরদাতার ধর্ম: ধর্মের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাসে দেখা যায় যে, উভয় জেলার সব উত্তরদাতাই ইসলাম ধর্মের অনুসারী (পরিশিষ্ট সারণি ১)।

পরিবারে অবস্থান: সারণি ৮ এ প্রর্দশিত উত্তরদাতার পরিবারে অবস্থানের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, উভয় জেলাতেই তাদের বৃহৎ অংশই (৭৯.২%) গৃহিণী। মাত্র ১৭.৮ শতাংশ উল্লেখ করেছেন যে, পরিবারে তাদের অবস্থান একজন সদস্য হিসেবেই গণ্য।

সারণি ৮: পরিবারে অবস্থানের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

পরিবারে অবস্থান	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
প্রধান ব্যক্তি			২	৪.৯	২	২.০
গৃহিণী	৪৯	৮১.৭	৩১	৭৫.৬	৮০	৭৯.২
সদস্য	১০	১৬.৭	৮	১৯.৫	১৮	১৭.৮
অন্যান্য	১	১.৭			১	১.০
মোট	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০১	১০০.০

পরিবারের সদস্য সংখ্যা: উভয় জেলাতেই উত্তরদাতার পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৫.১ জন। পুরুষ সদস্য সংখ্যার গড় ২.২ জন এবং মহিলা সদস্য সংখ্যার গড় ২.৯ জন (সারণি ৯)।

সারণি ৯: পরিবারের সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

পরিবারের সদস্য সংখ্যা	জেলা		মোট
	জামালপুর	যশোর	
	গড়	গড়	গড়
পুরুষ	২.৬	১.৭	২.২
মহিলা	৩.২	২.৪	২.৯
মোট	**৫.৮**	**৪.০**	**৫.১**

পরিবারের মাসিক আয়: সারণি ১০ এ প্রর্দশিত পরিবারের মাসিক আয়ের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাসে দেখা যায় যে, উভয় জেলাতেই অর্ধেকেরও কিছুবেশি (৫০.৫%) উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, তাদের পরিবারের গড় মাসিক আয় ৫,০০১ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকার মধ্যে। যশোর জেলার দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি (৬৮.৩%) উত্তরদাতার পরিবারের মাসিক আয় বর্ণিত আয় সীমার মধ্যে। অপরপক্ষে, জামালপুর জেলার ৩৮.৩ শতাংশ উত্তরদাতা বর্ণিত সীমার মধ্যে তাদের পরিবারের মাসিক আয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। উভয় জেলাতেই ২৬.৭ শতাংশ উত্তরদাতা তাদের পরিবারের মাসিক আয়ের সীমা ১০,০০১ টাকা থেকে ১৫,০০০ টাকার মধ্যে বলে উল্লেখ করেছেন। উভয় জেলার মোট উত্তরদাতার পরিবারের গড় মাসিক আয়ের পরিমাণ ১১,৩৯৪ টাকা (সারণি ১০) ।

সারণি ১০: মাসিক আয়ের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

পরিবারের মাসিক আয় (টাকায়)	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
০-- ৫,০০০	১	১.৭	৪	৯.৮	৫	৫.০
৫,০০১-- ১০,০০০	২৩	৩৮.৩	২৮	৬৮.৩	৫১	৫০.৫
১০,০০১-- ১৫,০০০	২০	৩৩.৩	৭	১৭.১	২৭	২৬.৭
১৫,০০১--২০,০০০	১৩	২১.৭	২	৪.৯	১৫	১৪.৯
২০,০০০ এর উর্ধ্বে	৩	৫.০			৩	৩.০
গড়	১৩,০৭০		৮,৯৪১		১১,৩৯৪	
মোট	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০১	১০০.০

উত্তরদাতার মাসিক আয়: উত্তরদাতার নিজের মাসিক আয়ের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, জামালপুর ও যশোর উভয় জেলাতেই তাদের বৃহৎ এক অংশের (৯৬%) আয় শূণ্য থেকে ৫,০০০ টাকার মধ্যে। উভয় জেলাতেই উত্তরদাতার নিজের গড় মাসিক আয় ১,৭৫৯ টাকা (সারণি ১১)।

সারণি ১১: নিজের মাসিক আয়ের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

উত্তরদাতার নিজের মাসিক আয় (টাকায়)	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
০-৫,০০০	৫৭	৯৫.০	৪০	৯৭.৬	৯৭	৯৬.০
৫,০০১-১০,০০০	১	১.৭	১	২.৪	২	২.০
১০,০০১-১৫,০০০	২	৩.৩	-	-	২	২.০
গড়	২,২৮৭		৯৮৮		১,৭৫৯	
মোট	**৬০**	**১০০.০**	**৪১**	**১০০.০**	**১০১**	**১০০.০**

<u>উত্তরদাতার পারিবারিক আয়ের উৎস</u>: অধিকাংশ উত্তরদাতা (৯৪.১%) তাদের পারিবারিক আয়ের উৎস হিসেবে নকশিকাঁথাকেই উল্লেখ করেছেন। প্রায় অর্ধেক উত্তরদাতা (৪৭.৫%) বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্র ব্যবসাকে তাদের পারিবারিক আয়ের উৎস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এক চতুর্থাংশেরও বেশি উত্তরদাতা (২৭.৭%) তাদের পারিবারিক আয়ের উৎস হিসেবে কৃষিকাজকে উল্লেখ করেছেন (সারণি ১২)।

সারণি ১২: পারিবারিক আয়ের উৎসের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (একাধিক উত্তর)

পারিবারিক আয়ের উৎস	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
নকশিকাঁথা	৫৭	৯৫.০	৩৮	৯২.৭	৯৫	৯৪.১
কৃষি	-	-	২৮	৬৮.৩	২৮	২৭.৭
চাকুরি	১০	১৬.৭	৫	১২.২	১৫	১৪.৯
ক্ষুদ্র ব্যবসা	৩৭	৬১.৭	১১	২৬.৮	৪৮	৪৭.৫
পশুপালন	-	-	৫	১২.২	৫	৫.০
বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থ	-	-	২	৪.৯	২	২.০
চালক	৮	১৩.৩	-	-	৮	৭.৯
দিনমজুর/কৃষিশ্রমিক	-	-	৬	১৪.৬	৬	৫.৯

<u>পরিবারের সব সদস্যের তিনবেলা খেতে পারা</u>: সারণি ১৩ থেকে দেখা যায় যে, উভয় জেলাতেই ৮২.২ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, তাদের পরিবারের সব সদস্য সারা বছর তিনবেলা পেট ভরে খেতে পারে। যশোর জেলায় এই হার কিছুটা কম। এই জেলার মাত্র ৬৫.৯ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, তাদের পরিবারের সব সদস্য সারা বছর তিন বেলা পেট ভরে খেতে পারেন (সারণি ১৩)।

সারণি ১৩: পরিবারের সব সদস্যের সারা বছর তিন বেলা পেট ভরে খেতে পারার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

তিন বেলা খেতে পারা	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
হ্যাঁ	৫৬	৯৩.৩	২৭	৬৫.৯	৮৩	৮২.২
না	৪	৬.৭	১৪	৩৪.১	১৮	১৭.৮
মোট	**৬০**	**১০০.০**	**৪১**	**১০০.০**	**১০১**	**১০০.০**

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর সামর্থ্য: সারণি ১৪ থেকে দেখা যায় যে, উভয় জেলাতেই মোট উত্তরদাতার এক বৃহৎ অংশ (৮০.২%) উল্লেখ করেছেন যে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর সামর্থ্য তাদের আছে। জামালপুর জেলায় এই হার বেশি (৯১.৭%) হলেও যশোর জেলায় এই হার কিছুটা কম (৬৩.৪%) (সারণি ১৪)।

সারণি ১৪: ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর সামর্থ্যের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

লেখাপড়া শেখানোর সামর্থ্য	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
হ্যাঁ	৫৫	৯১.৭	২৬	৬৩.৪	৮১	৮০.২
না	৫	৮.৩	১৫	৩৬.৬	২০	১৯.৮
মোট	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০১	১০০.০

কাপড় চোপড় ক্রয় করার সামর্থ্য: সারণি ১৫ এ প্রর্দশিত কাপড় চোপড় ক্রয় করার সামর্থ্যের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাসে দেখা যায় যে, উভয় জেলাতেই তিন-চতুর্থাংশের কিছু বেশি উত্তরদাতা (৭৫.২%) উল্লেখ করেছেন যে, তাদের পরিবারের সব সদস্যদের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় চোপড় কেনার সামর্থ্য তাদের আছে। জামালপুর জেলায় এই হার বেশি (৯০%) এবং যশোর জেলায় এই হার কিছুটা কম (৫৩.৭%) (সারণি ১৫) ।

সারণি ১৫: পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় চোপড় ক্রয় করার সামর্থ্যের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

কাপড় চোপড় করার সামর্থ্য	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
হ্যাঁ	৫৪	৯০.০	২২	৫৩.৭	৭৬	৭৫.২
না	৬	১০.০	১৯	৪৬.৩	২৫	২৪.৮
মোট	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০১	১০০.০

বসত বাড়ির মালিকানা: উভয় জেলাতেই প্রায় সব উত্তরদাতাই (৯৮%) নিজস্ব মালিকানাধীন বাড়িতে বসবাস করে। যশোর জেলার সব উত্তরদাতায় নিজস্ব বাড়িতে বসবাস করে। অপরপক্ষে, জামালপুর জেলায় মাত্র ৩.৩ শতাংশ উত্তরদাতা ভাড়া বাসায়/বাড়িতে বসবাস করে (সারণি ১৬)।

সারণি ১৬: বসত বাড়ির মালিকানার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

বসত বাড়ির মালিকানা	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
নিজস্ব	৫৮	৯৬.৭	৪১	১০০.০	৯৯	৯৮.০
ভাড়ায়	২	৩.৩	-	-	২	২.০
মোট	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০১	১০০.০

বসত বাড়ির ধরন: উভয় জেলাতেই অধিকাংশ উত্তরদাতা (৪৫.৫%) টিনের তৈরি অর্থাৎ (টিনের বেড়া, টিনের চাল, মাটির ডোয়া) ঘরে বসবাস করে। এক-চতুর্থাংশেরও বেশি উত্তরদাতা (২৭.৭%) কাঁচা বাড়ি বা মাটির তৈরি বাড়িতে বসবাস করে। মাত্র এক-পঞ্চমাংশেরও বেশি উত্তরদাতা (২১.৮%) সেমি পাকা বাড়িতে বসবাস করে। যশোর জেলায় বেশি উত্তরদাতা (৪৩.৯%) কাঁচা বাড়ি বা মাটির তৈরি বাড়িতে বসবাস করে (সারণি ১৭)।

সারণি ১৭: বসত বাড়ির ধরনের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

বসত বাড়ির ধরন	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
পাকা বাড়ি	২	৩.৩	২	৪.৯	৪	৪.০
সেমি পাকা বাড়ি	১৪	২৩.৩	৮	১৯.৫	২২	২১.৮
কাঁচা বাড়ি বা মাটির তৈরি বাড়ি	১০	১৬.৭	১৮	৪৩.৯	২৮	২৭.৭
অন্যান্য	৩৪	৫৬.৭	১৩	৩১.৭	৪৭	৪৬.৫
মোট	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০১	১০০.০

বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ: সারণি ১৮-তে প্রর্দশিত বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ থাকার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণি বিন্যাসে দেখা যায় য়ে, উভয় জেলাতেই তিন-চতুর্থাংশেরও কিছু বেশি উত্তরদাতা (৭৬.২%) উল্লেখ করেছেন যে, তাদের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে। যশোর জেলার মাত্র ৪৩.৯ শতাংশ উত্তরদাতার বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে।

সারণি ১৮: বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ থাকার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

বাড়িতে বিদ্যুৎ	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
হ্যাঁ	৫৯	৯৮.৩	১৮	৪৩.৯	৭৭	৭৬.২
না	১	১.৭	২৩	৫৬.১	২৪	২৩.৮
মোট	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০১	১০০.০

বিনোদনের জন্য, টিভি, রেডিও বা মোবাইল ফোন: সারণি ১৯ এ দেখা যায় যে, উভয় জেলাতেই উত্তরদাতাদের এক বৃহৎ অংশ (৯০.১%) উল্লেখ করেছেন যে, যোগাযোগ ও বিনোদনের জন্য তাদের টিভি, রেডিও বা মোবাইল ফোন রয়েছে। জামালপুর জেলায় এই হার সবচেয়ে বেশি (৯৮.৩%) আর যশোর জেলায় সবচেয়ে কম, মাত্র ৭৮ শতাংশ।

সারণি ১৯: বিনোদনের জন্য, টিভি, রেডিও বা মোবাইল ফোন থাকার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

বিনোদনের জন্য, টিভি, রেডিও বা মোবাইল ফোন	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
হ্যাঁ	৫৯	৯৮.৩	৩২	৭৮.০	৯১	৯০.১
না	১	১.৭	৯	২২.০	১০	৯.৯
মোট	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০১	১০০.০

নিজ মালিকানাধীন চাষযোগ্য জমির পরিমাণ: উভয় জেলাতেই মোট উত্তরদাতার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের (৬৫.৩%) নিজস্ব চাষের জমি নাই। জামালপুর জেলায় এই হার সবচেয়ে বেশি। এই জেলাই ৮১.৭ শতাংশ উত্তরদাতার নিজস্ব চাষের জমি নাই। উভয় জেলাতেই মাত্র ১০.৯ শতাংশ উত্তরদাতার ১ থেকে ১০ শতাংশ পরিমাণ জমি আছে। উভয় জেলাতে একই শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, তাদের ৪০ শতাংশেরও অধিক নিজস্ব চাষযোগ্য জমি আছে (সারণি ২০) ।

সারণি ২০: নিজ মালিকানাধীন চাষযোগ্য জমির পরিমাণের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

চাষযোগ্য জমির পরিমাণ (শতাংশে)	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
চাষের জমি নাই	৪৯	৮১.৭	১৭	৪১.৫	৬৬	৬৫.৩
১-১০	৮	১৩.৩	৩	৭.৩	১১	১০.৯
১১-২০			৪	৯.৮	৪	৪.০
২১-৩০	১	১.৭	৩	৭.৩	৪	৪.০
৩১-৪০			৫	১২.২	৫	৫.০
৪০+	২	৩.৩	৯	২২.০	১১	১০.৯
মোট	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০১	১০০.০

৬। নকশিকাঁথা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্টতা, উৎপাদন, বিপণন, বিনিয়োগ, ঋণ ও প্রত্যাশিত সহযোগিতা

এ অনুচ্ছেদে নকশিকাঁথা কার্যক্রমের সাথে উত্তরদাতার জড়িত হওয়া, পরিবারের সদস্যদের জড়িত হওয়া, নকশিকাঁথা বুনন পেশায় আসার আগে অন্য পেশায় জড়িত হওয়া, নকশি পণ্য উৎপাদনের ধরণ, বিপণন, এই পেশায় বিনিয়োগ, বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস, বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ঋণ, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সহায়তা, প্রত্যাশিত সহায়তার ধরন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে

আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জামালপুর ও যশোর জেলায় জরিপককৃত উত্তরদাতাদের তথ্য বিশ্লেষণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিয়য়ে কেস স্টাডি ও নকশিকাঁথা শিল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যও আলোচনা করা হয়েছে।

৬.১। নকশিকাঁথা কার্যক্রমের সাথে জড়িত থাকা

জরিপে দেখা গেছে যে, উভয় জেলাতেই অর্ধেকেরও বেশি উত্তরদাতা (৫৬.৪%) দশ বছরেরও অধিক সময় ধরে নকশিকাঁথা বুনন পেশায় জড়িত আছেন। জামালপুর জেলায় এই হার শতকরা ৫৫ ভাগ; এবং যশোর জেলায় শতকরা ৫৮.৫ ভাগ। উভয় জেলাতেই প্রায় ১৫ শতাংশ উত্তরদাতা ছয় থেকে সাত বছর ধরে এই পেশায় নিযুক্ত আছেন (সারণি ২১)। কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, অনেকেই তাদের মা, চাচী বা গ্রামের অন্য সব মহিলার দেখাদেখি দীর্ঘদিন যাবৎ নকশি কাজে যুক্ত আছেন।

সারণি ২১: নকশিকাঁথা কার্যক্রমের সাথে জড়িত থাকার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

জড়িত থাকার বছর	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
০-১	২	৩.৩			২	২.০
২-৩	২	৩.৩	২	৪.৯	৪	৪.০
৪-৫	৪	৬.৭	৭	১৭.১	১১	১০.৯
৬-৭	৯	১৫.০	৬	১৪.৬	১৫	১৪.৯
৮-৯	১০	১৬.৭	২	৪.৯	১২	১১.৯
১০+	৩৩	৫৫.০	২৪	৫৮.৫	৫৭	৫৬.৪
মোট	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০১	১০০.০

৬.২। পরিবারের সদস্যদের জড়িত থাকা

সারণি ২২ এ প্রদর্শিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উভয় জেলাতেই অর্ধেকেরও বেশি উত্তরদাতার (৫৬.৪%) পরিবারের মাত্র একজন সদস্য নকশিকাঁথা সেলাই কাজের সাথে যুক্ত আছেন। জামালপুর জেলায় এই হার কিছুটা কম, মাত্র ৪৮.৩ শতাংশ। এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি উত্তরদাতা (৩৬.৭%) উল্লেখ করেছেন যে, তাদের পরিবারের দুইজন করে সদস্য এই পেশায় জড়িত আছেন। অন্যদিকে, উভয় জেলাতেই মাত্র ৬.৯ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, তাদের পরিবারের গড়ে তিনজন করে সদস্য নকশিকাঁথা সেলাই পেশায় নিয়োজিত আছেন। কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, একই পরিবারের অনেক সদস্য নকশি সেলাই কাজের সাথে যুক্ত আছেন। কেউবা শুধু নকশি সেলাই করেন, কেউবা পরিবারের অন্যান্য কাজের পাশাপাশি নকশি সেলাইয়ের কাজ করে থাকেন।

সারণি ২২: পরিবারের সদস্যদের জড়িত থাকার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

জড়িত পরিবারের সদস্য সংখ্যা	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
১	২৯	৪৮.৩	২৮	৬৮.৩	৫৭	৫৬.৪
২	২৪	৪০.০	১৩	৩১.৭	৩৭	৩৬.৬
৩	৭	১১.৭			৭	৬.৯
মোট	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০১	১০০.০

৬.৩। নকশি পেশায় আসার আগে অন্য পেশায় জড়িত থাকা

সারণি ২৩ থেকে দেখা যায় যে, উভয় জেলাতেই প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (৬৪.৪%) নকশিকাঁথা পেশায় আসার পূর্বে অন্য কোনো পেশায় জড়িত ছিলেন না। অর্থাৎ শুরু থেকেই তারা এই পেশায় আছেন। যশোর জেলায় এই হার কিছুটা বেশি। এই জেলায় ৭৩.২ শতাংশ উত্তরদাতা অন্য পেশায় নিয়োজিত ছিলেন না। পক্ষান্তরে, জামালপুরে ৪১.৭ শতাংশ উত্তরদাতা এই পেশায় আসার পূর্বে অন্য পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, অনেকেই তাদের জীবনের প্রথম দিকে বেকার ছিলেন, পরবর্তীতে নকশি সেলাইয়ের কাজ করে স্বাবলম্বি হয়েছেন। অনেকেই দর্জির কাজের প্রশিক্ষণ ও সেলাই প্রশিক্ষণে আগে থেকেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন। অনেকেই শুধু শ্রমিক হিসেবে কাজ কাজ করেন। অনেকেই প্রথম দিকে শুধু শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করে পরবর্তীতে নকশি পণ্যের ব্যবসায় শুরু করে লাভবান হয়েছেন।

সারণি ২৩: নকশিকাঁথা পেশায় আসার পূর্বে অন্য পেশায় নিয়োজিত থাকার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

অন্য পেশায় জড়িত ছিলেন কিনা?	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
হ্যাঁ	২৫	৪১.৭	১১	২৬.৮	৩৬	৩৫.৬
না	৩৫	৫৮.৩	৩০	৭৩.২	৬৫	৬৪.৪
মোট	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০১	১০০.০

৬.৪। জড়িত থাকা পেশার ধরন

উভয় জেলাতেই যে সকল উত্তরদাতা নকশি পেশায় আসার পূর্বে অন্য পেশায় জড়িত ছিলেন তা উল্লেখ করেছেন। নিম্নোক্ত সারণি থেকে দেখা যায় যে, উভয় জেলাতেই এক-চতুর্থাংশ (২৫%) উত্তরদাতা দর্জি কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। প্রায় ২২.২ শতাংশ উত্তরদাতা বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিলেন (সারণি ২৪)।

সারণি ২৪: নকশি পেশায় আসার আগে অন্য পেশায় জড়িত থাকার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

জড়িত থাকা পেশা	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
চাকুরি	৬	২৪.০	১	৯.১	৭	১৯.৪
দর্জি	৫	২০.০	৪	৩৬.৪	৯	২৫.০
ব্যবসায়	৮	৩২.০	-	-	৮	২২.২
পার্লারের কাজ	১	৪.০	-	-	১	২.৮
সেলাই কাজ	২	৮.০	২	১৮.২	৪	১১.১
পশুপালন	৩	১২.০	২	১৮.২	৫	১৩.৯
ছাত্রী	-	-	২	১৮.২	২	৫.৬
মোট	২৫	১০০.০	১১	১০০.০	৩৬	১০০.০

৬.৫। পরিবারের অন্যান্য সদস্য যেমন- বাবা, মা, দাদা ও দাদীর জড়িত থাকা

দেখা গেছে, উভয় জেলাতেই এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি (৩৫.৬%) উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, তাদের বাবা, মা, দাদা-দাদীরাও এই পেশায় জড়িত ছিলেন (পরিশিষ্ট সারণি ২)।

৬.৬। নকশিকাঁথা সেলাই পেশা বেছে নেবার কারণ

চিত্র ১ থেকে উভয় জেলার অর্ধেকেরও বেশি উত্তরদাতা (৫২.৩%) উল্লেখ করেছেন যে, এই কাজ করে সংসারে অতিরিক্ত আয় হয় বিধায় তারা এই কাজ বেছে নিয়েছেন। অপরদিকে, এক-তৃতীয়াংশেরও কিছু বেশি উত্তরদাতা (৩৩.৮%) উল্লেখ করেছেন যে তারা সংসারের খরচ মেটানোর জন্য এই কাজ করেন। যেখানে প্রায় ১৫.৪ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, তারা ঘরে বসেই এই কাজ করতে পারেন, সেখানে ১৩.৮ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন যে, পুঁজি ছাড়াই এই কাজ করা যায়। এছাড়াও তারা আরও যে সব কারণের কথা উল্লেখ করেছেন তা হলো: মহিলাদের জন্য এই কাজ উপযুক্ত (১২.৩%), সব সময় এই কাজ পাওয়া যায় (৯.২%), মহিলাদের জন্য এই পেশা সঠিক (৬.২%), ইত্যাদি। পাশাপাশি কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, প্রায় সব মহিলাই সংসারের অভাব পূরণ, বাড়তি চাহিদা মেটানো বা সঞ্চয়ের জন্য নকশিকাঁথা সেলাই কাজের সাথে জড়িত হন।

চিত্র ১: নকশি কাঁথা সেলাই পেশা বেছে নেবার কারণের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণীবিন্যাস (%) (একাধিক উত্তর)

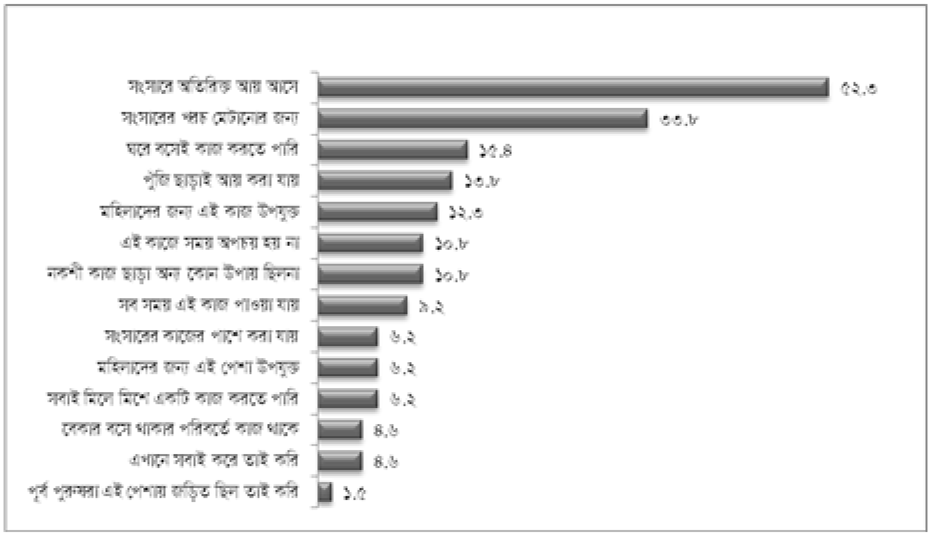

৬.৭। নকশি পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় যাওয়া

জরিপে উভয় জেলার উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিলো তারা তাদের বর্তমানের এই পেশা ছেড়ে অন্য কোনো পেশায় যেতে চায় কিনা? উত্তরে দেখা গেছে, উভয় জেলাতেই তাদের একটি বড় অংশ (৪৭.৫%) এই পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় যেতে চায়। যশোর জেলায় এই হার আরও বেশি। সেখানে প্রায় ৮৫.৪ শতাংশ উত্তরদাতা এই পেশা ছেড়ে যেতে চায়। অপরপক্ষে, জামালপুরে মাত্র ২১.৭ শতাংশ উত্তরদাতা এই পেশা ছেড়ে যেতে চায় (সারণি ২৫)।

সারণি ২৫: বিগত পাঁচ বছরে এই পেশায় অন্যদের জড়িত হবার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

অন্য কেউ জড়িত হয়েছে কিনা?	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
হ্যাঁ	৫৭	৯৫.০	১	২.৪	৫৮	৫৭.৪
না	৩	৫.০	৪০	৯৭.৬	৪৩	৪২.৬
মোট	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০১	১০০.০

৬.৮। নকশি পেশা ছেড়ে যাবার কারণ

জরিপে উভয় জেলাতেই যে সমস্ত উত্তরদাতা (৪৭.৫%) নকশিকাঁথা সেলাই পেশা ছেড়ে যেতে চান তাদের কাছে এই পেশা ছেড়ে যাবার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছিল। তাদের অনেকেই একাধিক কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন: অধিকাংশ উত্তরদাতাই বলেছেন এই পেশায় শ্রম বেশি দিতে হয়

কিন্তু সেই তুলনায় মজুরি অনেক কম (৭০.৮%), কেউ কেউ বলেছেন, পড়ার ফাঁকে ফাঁকে এই কাজ শিখছি (১৬.৭%); একই ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন, এই কাজে ঠিকমত টাকা পাওয়া যায় না (চিত্র ২)। তাদের অনেকেই চোখের সমস্যাসহ আরও অনেক কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি কেস স্টাডিকৃত নারীরাও অনুরূপ কারণের কথা উল্লেখ করেছেন।

চিত্র: ২: নকশী কাজ ছেড়ে যাবার কারণের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণীবিন্যাস (%)
(একাধিক উত্তর)

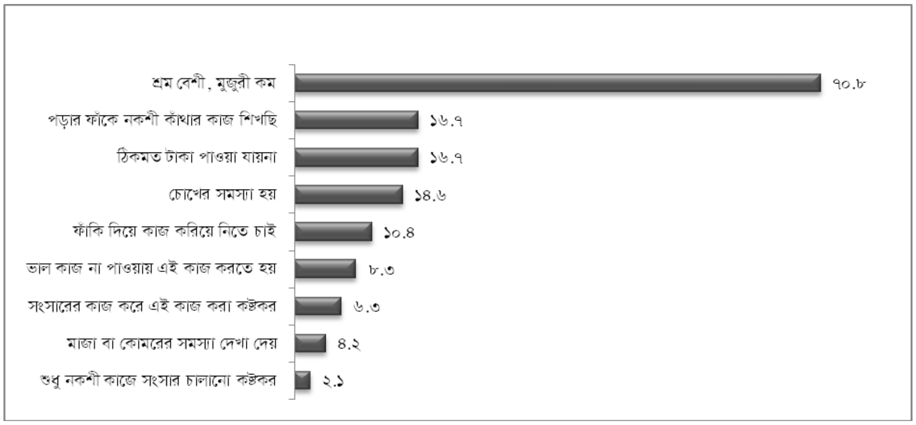

৬.৯। অন্যদের এই পেশা গ্রহণ

উভয় জেলাতেই মোট উত্তরদাতার অর্ধেকেরও বেশি (৫৭.৪%) উল্লেখ করেছেন যে, বিগত পাঁচ বছরে তাদের পরিচিত অনেকেই নকশিকাঁথা সেলাই কার্যক্রমে নিযুক্ত হয়েছেন। লক্ষণীয় যে, জামালপুর জেলায় এই হার অনেক বেশি। অর্থাৎ এই জেলার প্রায় ৯৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন যে, বিগত পাঁচ বছরে তাদের পরিচিত অনেকেই এই পেশায় এসেছেন। অন্যদিকে, যশোর জেলার এই মত পোষণকারি উত্তরদাতার সংখ্যা মাত্র ২.৪ শতাংশ (সারণি ২৬)।

সারণি ২৬: বিগত পাঁচ বছরে এই পেশায় অন্যদের জড়িত হবার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

বিগত পাঁচ বছরে অন্য কেউ এই পেশায় জড়িত হয়েছে কিনা?	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
হ্যাঁ	৫৭	৯৫.০	১	২.৪	৫৮	৫৭.৪
না	৩	৫.০	৪০	৯৭.৬	৪৩	৪২.৬
মোট	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০১	১০০.০

৬.১০। অন্যদের এই পেশা গ্রহণের কারণ

উভয় জেলাতেই বিশেষ করে জামালপুরে যে সব উত্তরদাতা (৫৭.৪%) উল্লেখ করেছেন যে বিগত পাঁচ বছরে তাদের পরিচিত অনেকেই নকশি পেশায় নিযুক্ত হয়েছেন–তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কেন তারা এই কাজে যুক্ত হলেন। তাদের অনেকেই উল্লেখ করেছেন যে, এই কাজে বাড়তি আয় হয়/বেশি টাকা উর্পাজন করা যায় (৫৭.৯%), এলাকার অনেকেই করে তাই তাদের দেখাদেখি করি (২৪.১%), ঘরের কাজের পাশাপাশি এই কাজ করা যায় (১৭.৫%), বেকার সংখ্যা বেশি হওয়ার জন্য/অন্য কাজের সুযোগ কম (১৫.৮%), নকশি কাজ গল্পের সাথে করা যায়/সময় কাটে ও বাড়তি আয় হয় (১৭.৫%), নকশি কাজ করলে মন ভাল থাকে (১২.১%), ইত্যাদি (চিত্র ৩)। অপরপক্ষে, কেস স্টাডিকৃত নারীরা উল্লেখ করেছেন যে, এই পেশা গ্রহণের কারণ হল ঘরের কাজের পাশাপাশি এই কাজ করা যায়; এই কাজ থেকে আয় সংসারের কাজে লাগে; ছেলে মেয়েদের পড়ার খরচ দেয়া যায়; কাজ শেষে বা পণ্য দেয়ার সাথে সাথে নগদ টাকা পাওয়া যায়; এই কাজে বাড়ির বাইরে যাওয়া লাগে না, ইত্যাদি।

চিত্র ৩: নকশী পেশায় জড়িত হবার কারণের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%) (একাধিক উত্তর)

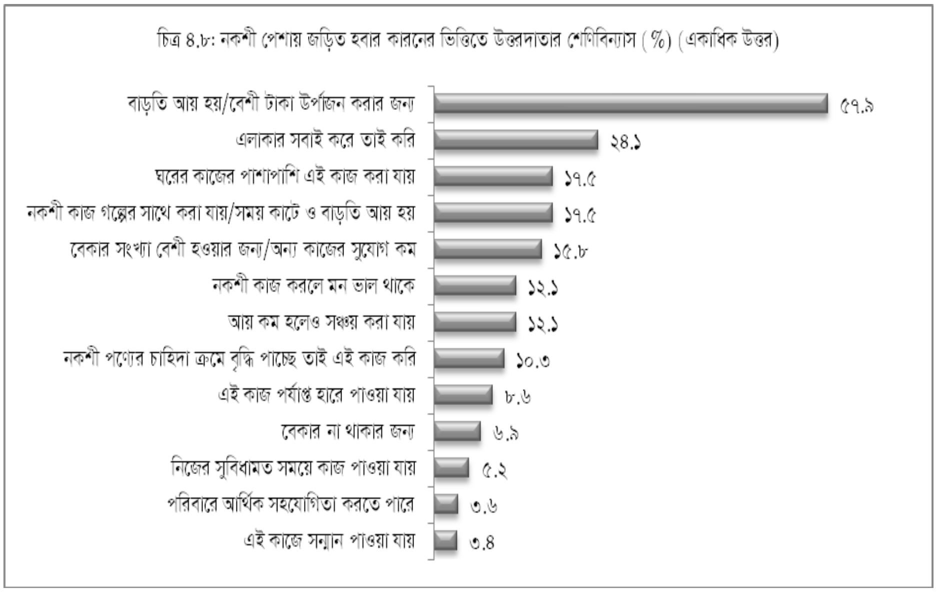

৬.১১। উৎপাদিত নকশি পণ্যের ধরন

জরিপে দেখা গেছে উভয় জেলাতেই সকল উত্তরদাতার এক বৃহৎ অংশ (৭৩.৩%) উল্লেখ করেছেন যে, তারা নকশিকাঁথা সেলাই করে থাকেন। উভয় জেলাই ৭২.৩ শতাংশ উত্তরদাতা নকশি পণ্য হিসেবে শাড়ী তৈরির কথা উল্লেখ করেছেন। তদ্রূপ, ৭১.৩ শতাংশ উত্তরদাতা থ্রি-পিছ তৈরির কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আরও যে সব নকশি পণ্য উৎপাদনের কথা উল্লেখ করেছেন তা হলো, চাদর

(৩৩.৭%), লেডিস পাঞ্জাবি (৩১.৭%), পাঞ্জাবি (৩০.৭%), স্কার্ট/চাদর/মোবাইল ব্যাগ/ওড়না/ইয়ক/মাথার ব্যান্ড (৩৩.৭%) ইত্যাদি। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জামালপুরে কোনো কোনো পণ্য বেশি উৎপাদিত হয় আবার যশোরে কোনো কোনো পণ্য কম উৎপাদিত হয়। যেমন যশোরে, লেডিস পাঞ্জাবি, কুশন কভার, ফতুয়া, কাটি, দস্তরখান, টেবিল ক্লথ, ফ্লোর কুশন, মানি ইত্যাদি কম তৈরি হয়। পক্ষান্তরে জামালপুরে এসব পণ্য কিছুটা বেশি উৎপাদিত হয় (সারণি ২৭)।

কেস স্টাডিকৃত নারীরা উল্লেখ করেছেন যে, নকশি কাজের মধ্যে থ্রি-পিছ আর নকশিকাঁথার কাজ বেশি হয়। তাছাড়া শাড়ী, শাড়ীর পাড়, পাঞ্জাবি, চাদর, ফতুয়া, বালিশের কাভার, বিছানার চাদর, মোবাইল ব্যাগ, ইত্যাদি কাজও বেশি হয়। তাছাড়া ছেলে-মেয়েদের পাঞ্জাবি, শাড়ীর পাড় এবং ওড়নাও তৈরি করা হয়।

সারণি ২৭: উৎপাদিত পণ্যের ধরনের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস
(একই উত্তরদাতা কর্তৃক একাধিক উত্তর বিশ্লেষণ)

উৎপাদিত নকশি পণ্যের ধরন	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
নকশিকাঁথা	৩৮	৬৩.৩	৩৬	৮৭.৮	৭৪	৭৩.৩
শাড়ী	৪৬	৭৬.৭	২৭	৬৫.৯	৭৩	৭২.৩
থ্রি-পিছ	৪৯	৮১.৭	২৩	৫৬.১	৭২	৭১.৩
চাদর	১৮	৩০.০	১৬	৩৯.০	৩৪	৩৩.৭
স্কার্ট/ চাদর/ মোবাইল ব্যাগ/ওড়না/ইয়ক/মাথার ব্যান্ড	১৮	৩০.০	১৬	৩৯.০	৩৪	৩৩.৭
লেডিস পাঞ্জাবি	২৪	৪০.০	৮	১৯.৫	৩২	৩১.৭
বালিশের কভার	১৭	২৮.৩	১৫	৩৬.৬	৩২	৩১.৭
পাঞ্জাবি	২১	৩৫.০	১০	২৪.৪	৩১	৩০.৭
কুশন কভার	২১	৩৫.০	৭	১৭.১	২৮	২৭.৭
বিছানার চাদর	৭	১১.৭	১৩	৩১.৭	২০	১৯.৮
ফতুয়া	১২	২০.০	৫	১২.২	১৭	১৬.৮
শাড়ির পাড়	৪	৬.৭	১১	২৬.৮	১৫	১৪.৯
অন্যান্য (কটি, দস্তরখান, টেবিল ক্লথ, ফ্লোর কুশন, মানি ব্যাগ)	৮	১৩.৩	২	৪.৯	১০	৯.৯

৬.১২। নকশি পণ্যের কাঁচামাল

সারণি ২৮ এ প্রর্দশিত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, উভয় জেলাতেই মোট উত্তরদাতার একটি বৃহৎ অংশ (৮৬.১%) উল্লেখ করেছেন যে, তারা নেত্রীর (যিনি মহাজনের কাছ থেকে নকশি কাজ আনে) কাছ থেকে নকশি পণ্য উৎপাদনের কাঁচামাল পেয়ে থাকেন। মাত্র ৫.৯ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, তারা ব্র্যাক এনজিওর নিকট থেকে কাঁচামাল পান।

সারণি ২৮: নকশি পণ্যের কাঁচামাল কোথা থেকে সংগ্রহ করেন তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

কাঁচামাল সংগ্রহের স্থান	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
নেত্রী (যিনি মহাজনের কাছ থেকে নকশি কাজ আনে) দিয়ে যায়	৫০	৮৩.৩	৩৭	৯০.৩	৮৭	৮৬.১
ব্র্যাক এনজিও দেয়	৬	১০.০	-	-	৬	৫.৯
মহাজনদের নিকট থেকে	১	১.৭	৩	৭.৩	৪	৪.০
বাজার থেকে ক্রয়কৃত	৩	৫.০	-	-	৩	৩.০
আমদানিকারকদের নিকট লোক সংগ্রহকৃত	-	-	১	২.৪	১	১.০
মোট	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০১	১০০.০

৬.১৩। নকশি পণ্য বিক্রয়ের স্থান

উভয় জেলার উত্তরদাতাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তারা তাদের উৎপাদিত নকশি পণ্যসমূহ কোথায় বিক্রি করেন। উত্তরে প্রায় সব উত্তরদাতায় (৯৩.১%) উল্লেখ করেছেন যে, তাদের উৎপাদিত নকশি পণ্যসমূহ 'নেত্রী' (যিনি মহাজনের কাছ থেকে নকশি কাজ আনে) তাদের কাছ থেকে নিয়ে যায়। মাত্র ৫.১ শতাংশ উল্লেখ করেছেন যে, তারা মহাজনের নিকট বিক্রয় করেন। মাত্র ১ শতাংশ করে উল্লেখ করেছেন যে, তারা বাজারে এবং ঢাকার ধনী পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে বিক্রয় করেন (সারণি ২৯)।

সারণি ২৯: উৎপাদিত নকশি পণ্যসমূহ কোথায় বিক্রি করেন তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

উৎপাদিত নকশি পণ্যসমূহ কোথায় বিক্রি করেন?	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
বাজারে	১	১.৭			১	১.০
মহাজনের নিকট	২	৩.৩	৩	৭.৩	৫	৫.০
নেত্রী নিয়ে যায়	৫৬	৯৩.৩	৩৮	৯২.৭	৯৪	৯৩.১
ঢাকার ধনী পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে	১	১.৭			১	১.০
মোট	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০১	১০০.০

৬.১৪। নকশিকাঁথা শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ

জরিপে দেখা যায় যে, উভয় জেলার মোট উত্তরদাতার একটি বৃহৎ অংশ (৭৮.২%) নকশিকাঁথা শিল্প বিষয়ক কোনো প্রশিক্ষণ পাননি। যশোর জেলায় এই হার সবচেয়ে বেশি। এখানে ৮৫.৪ শতাংশ উত্তরদাতা কোনো প্রশিক্ষণ পাননি। উভয় জেলার মাত্র ২১.৮ শতাংশ উত্তরদাতা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন (পরিশিষ্ট সারণি ৩)|

অন্যদিকে, যে সকল উত্তরদাতা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তারা কি কি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। উত্তরে তারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর প্রশিক্ষণ পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের সবাই বলেছেন যে তারা নকশিকাঁথা সেলাই করার কাজ শিখেছেন। এছাড়া তারা আরো উল্লেখ করেছেন যে, তারা নকশি আঁকা (৫০%), ডিজাইন করা (১৩.৬%), ছাপ মারা (৩১.৮%), সূতা ও কালার ম্যাচিং করা (৯.১%)ও কারচুপির কাজ করা শিখেছেন (৪.৫) (সারণি ৩০)। তাদের সবাই (১০০%) উল্লেখ করেছেন যে, প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ তাদের খুবই উপকারে লেগেছে। তারা আরও উল্লেখ করেছেন যে, এই ধরনের প্রশিক্ষণের অতিমাত্রায় প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং নিয়মিত তা প্রদান করলে দরিদ্র নারীরা আরও অধিক হারে নকশি পেশায় যুক্ত হতে পারবে এবং এই কাজের প্রসার ঘটবে (পরিশিষ্ট সারণি ৪, ৫, ৬ ও ৭)।

সারণি ৩০: প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের ধরনের উপর ভিত্তি করে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (একাধিক উত্তর)

প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের ধরন	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
সেলাই শিখেছি/ নকশিকাঁথা সেলাই করার কাজ শিখেছি/ হস্তশিল্পে কাজ করা শিখেছি	১৬	১০০.০	৬	১০০.০	২২	১০০.০
নকশি আঁকা শিখেছি	৯	৫৬.৩	২	৩৩.৩	১১	৫০.০
ছাপ দিতে পারি	৭	৪৩.৮	-	-	৭	৩১.৮
কিভাবে ডিজাইন করতে হয় তা শিখেছি	৩	১৮.৮	-	-	৩	১৩.৬
সুতা ম্যাচিং করা শিখেছি	২	১২.৫	-	-	২	৯.১
কালার ম্যাচিং করা শিখেছি	১	৬.৩	১	১৬.৭	২	৯.১
কারচুপির কাজ শিখেছি	১	৬.৩	-	-	১	৪.৫
মোট	**১৬**	**১০০.০**	**৬**	**১০০.০**	**২২**	**১০০.০**

৬.১৫। নকশিকাঁথা শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ

উভয় জেলাতেই মোট উত্তরদাতার মাত্র ১৬.৮ শতাংশ এই শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। জামালপুর জেলায় এই হার সবচেয়ে বেশি, ২৩.৩ শতাংশ। অপর পক্ষে, যশোরে এই হার সবচেয়ে কম মাত্র, ৭.৩ শতাংশ (পরিশিষ্ট সারণি ৮)।

৬.১৬। বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ

নকশিকাঁথা শিল্পে যে সকল উত্তরদাতা (১৬.৮%) অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তার পরিমাণ কত সে বিষয়েও তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়। উভয় জেলাতেই শতকরা ৪৭.১ ভাগ উত্তরদাতা উল্লেখ

করেছেন যে, তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ২০,০০১ থেকে ৪০,০০০ টাকার মধ্যে। জামালপুর জেলায় এই হার সবচেয়ে বেশি। এই জেলায় অর্ধেকেরও বেশি উত্তরদাতা (৫৭.১%) বর্ণিত পরিসরের মধ্যেই অর্থ বিনিয়োগ করেছেন (সারণি ৩১)।

সারণি ৩১: বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
০-৫,০০০	১	৭.১	২	৬৬.৭	৩	১৭.৬
১০,০০১-১৫,০০০	-	-	১	৩৩.৩	১	৫.৯
১৫,০০১-২০,০০০	১	৭.১	-	-	১	৫.৯
২০,০০১-৪০,০০০	৮	৫৭.১	-	-	৮	৪৭.১
৪০,০০১-৫০,০০০	২	১৪.৩	-	-	২	১১.৮
৫০,০০১+	২	১৪.৩	-	-	২	১১.৮
মোট	১৪	১০০.০	৩	১০০.০	১৭	১০০.০

৬.১৭। বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস

উভয় জেলাতেই সব উত্তরদাতায় উল্লেখ করেছেন যে, এই পেশায় তাদের নিজস্ব উৎস থেকেই অর্থ বিনিয়োগ করেছেন (পরিশিষ্ট সারণি ৯)।

৬.১৮। নকশিকাঁথা শিল্পে প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ

উভয় জেলাতেই উত্তর দাতার এক বৃহৎ অংশ (৭০.৬%) উল্লেখ করেছেন যে, এই শিল্পে ৫০,০০০ টাকার বেশি অর্থের দরকার হয়। শতকরা ১৭.৬ ভাগ উত্তরদাতা ৪০,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকার মধ্যে অর্থ বিনিয়োগের কথা উল্লেখ করেছেন। জামালপুর জেলার ৭৮.৬ শতাংশ উত্তরদাতা ৫০,০০০ টাকার উপরে অর্থ বিনিয়োগের কথা উল্লেখ করেছেন (সারণি ৩২)।

সারণি ৩২: নকশিকাঁথা শিল্পের জন্য কত টাকা দরকার হয় তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

কত টাকার দরকার হয় (টাকায়)	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
১৫,০০১-২০,০০০	১	৭.১			১	৫.৯
২০,০০১-৪০,০০০	-	-	১	৩৩.৩	১	৫.৯
৪০,০০১-৫০,০০০	২	১৪.৩	১	৩৩.৩	৩	১৭.৬
৫০,০০১+	১১	৭৮.৬	১	৩৩.৩	১২	৭০.৬
মোট	**১৪**	**১০০.০**	**৩**	**১০০.০**	**১৭**	**১০০.০**

৬.১৯। ঋণ গ্রহণ

উভয় জেলাতেই যে সমস্ত উত্তরদাতা নকশি শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তারা কোনো ঋণ গ্রহণ করেছেন কিনা। জবাবে ৬৪.৭ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে তারা ঋণ গ্রহণ করেছেন। জামালপুর জেলার ৫৭.১ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, তারা ঋণ গ্রহণ করেছেন (পরিশিষ্ট সারণি ১০)।

৬.২০। ঋণ গ্রহণের উৎস

যে সকল উত্তরদাতা ঋণ গ্রহণ করেছেন তাদের এক বৃহৎ অংশ (৭২.৭%) উল্লেখ করেছেন যে, তারা এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। জামালপুর জেলার ৭৫ শতাংশ এবং যশোর জেলার ৬৬.৭ শতাংশ উত্তরদাতা এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন (পরিশিষ্ট সারণি ১১) ।

৬.২১। ঋণের পরিমাণ

উভয় জেলাতেই এক তৃতীয়াংশেরও বেশি উত্তরদাতা (৩৬.৪%) উল্লেখ করেছেন যে, তারা ২০,০০০ থেকে ৪০,০০০ টাকার মধ্যে ঋণ গ্রহণ করেছেন। এক-চতুর্থাংশেরও বেশি উত্তরদাতা (২৭.৩%) উল্লেখ করেছেন যে, তারা ৪০,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকার মধ্যে ঋণ নিয়েছেন। (সারণি ৩৩)।

সারণি ৩৩: ঋণ গ্রহণের পরিমাণের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

গৃহীত ঋণের টাকার পরিমাণ	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
৫,০০১-১০,০০০	১	১২.৫	১	৩৩.৩	২	১৮.২
২০,০০১-৪০,০০০	২	২৫.০	২	৬৬.৭	৪	৩৬.৪
৪০,০০১-৫০,০০০	৩	৩৭.৫			৩	২৭.৩
৫০,০০১+	২	২৫.০			২	১৮.২
মোট	৮	১০০.০	৩	১০০.০	১১	১০০.০

৬.২২। ঋণের সুদ হার

উভয় জেলাতেই যে সকল উত্তরদাতা ঋণ গ্রহণ করেছেন তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল তাদের ঋণের সুদের হার কত। অর্ধেকেরও বেশি উত্তরদাতা (৫৪.৫%) উল্লেখ করেছেন যে, তাদের গৃহীত ঋণের সুদের হার ১৬% থেকে ২০% এর মধ্যে। জামালপুর জেলার ৬২.৫ শতাংশ উত্তরদাতার ঋণের হার বর্ণিত পরিসরের মধ্যে। ২৭.৩ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, তাদের ঋণের সুদের হার ২১% থেকে ২৫% এর মধ্যে (সারণি ৩৪)।

সারণি ৩৪: গৃহীত ঋণের সুদের হারের পরিমাণের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

গৃহীত ঋণের সুদের হার	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
১১%- ১৫%	১	১২.৫	১	৩৩.৩	২	১৮.২
১৬%-২০%	৫	৬২.৫	১	৩৩.৩	৬	৫৪.৫
২১%-২৫%	২	২৫.০	১	৩৩.৩	৩	২৭.৩
২৬% এবং তদূর্ধ্ব	-	-	-	-	-	-
মোট	**৮**	**১০০.০**	**৩**	**১০০.০**	**১১**	**১০০.০**

৬.২৩। মহাজনি ঋণ

জরিপে অংশগ্রহণকারী উভয় জেলার যে সকল উত্তরদাতা নকশি শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রায় সবাই (৯৪.১%) উল্লেখ করেছেন যে, তারা মহাজনের নিকট থেকে শর্ত সাপেক্ষে কোনো ঋণ গ্রহণ করেননি। জামালপুর জেলার মাত্র একজন উত্তরদাতা মহাজনের নিকট থেকে শর্ত সাপেক্ষে ঋণ গ্রহণ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ১,০০০ টাকায় সপ্তাহে ২০০ টাকা সুদ দিতে হয় যতদিন পর্যন্ত না মূল ঋণের টাকা পরিশোধ হয় (সারণি ৩৫ ও ৩৬)। তদ্রুপ উভয় জেলার প্রায় সব উত্তরদাতায় কোনো মহাজনের নিকট থেকে কোনো অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করেননি। জামালপুর ও যশোর জেলার মাত্র একজন করে উত্তরদাতা অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তবে, সেক্ষেত্রে তাদের মহাজনকে কোনো সুদ বা বাধ্যতামূলকভাবে কাঁথা বিক্রি করতে হয় না বলে উল্লেখ করেছেন (সারণি ৩৫ ও ৩৬)।

সারণি ৩৫: কোনো মহাজনের কাছ থেকে শর্তসাপেক্ষে ঋণ গ্রহণ করেন কিনা তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

মহাজনের কাছ থেকে শর্ত সাপেক্ষে ঋণ গ্রহণ করেন কিনা?	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
হ্যাঁ	১	৭.১			১	৫.৯
না	১৩	৯২.৯	৩	১০০.০	১৬	৯৪.১
মোট	১৪	১০০.০	৩	১০০.০	১৭	১০০.০

সারণি ৩৬: উত্তর 'হ্যাঁ' হলে শর্তের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

শর্তাবলী	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
হাজারে ২০০ টাকা সাপ্তাহিক সুদ দিতে হয়; মূল টাকা ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত	১	১০০.০			১	১০০.০
মোট	১	১০০.০			১	১০০.০

৬.২৪। ব্যাংক ঋণ

উভয় জেলার প্রায় সব উত্তরদাতা (৯৪.১%) উল্লেখ করেছেন যে, তারা কোনো ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করেননি বা পাননি। জামালপুর জেলার মাত্র একজন উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে ঋণ পেয়েছেন (পরিশিষ্ট সারণি ১২ ও ১৩)।

৬.২৫। ব্যাংক ঋণ না পাবার কারণ

উভয় জেলাতেই যে সকল উত্তরদাতা ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করেননি বা ব্যাংক ঋণ নিতে চেয়েও পাননি, তাদেরকে ব্যাংক ঋণ না পাবার কারণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল। তাদের এক বৃহৎ অংশ (৪৩.৭%) উল্লেখ করেছেন যে, যেহেতু তাদের জমি নেই, তাই ব্যাংক তাদের ঋণ দেয়নি। এক চতুর্থাংশ উত্তরদাতা (২৫%) উল্লেখ করেছেন যে, ব্যাংক ঋণ নেওয়া ঝামেলা। অপরপক্ষে ৬.৩ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, তাদের ব্যাংক ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি (পরিশিষ্ট সারণি ১৪)

৬.২৬। নকশিকাঁথা ব্যবসায় মুনাফা

উভয় জেলার সব উত্তরদাতায় উল্লেখ করেছেন যে, নকশিকাঁথার বা পণ্যের ব্যবসায় করে তাদের মুনাফা থাকে (পরিশষ্ট সারণি ১৫)।

৬.২৭। চুক্তিতে নকশি বুনন

জরিপে অংশগ্রহণকারি উভয় জেলার সব উত্তরদাতার মধ্যে প্রায় সবাই (৯৭%) উল্লেখ করেছেন যে, তারা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে চুক্তিতে কাজ করে থাকেন। তাদের অধিকাংশই (৯৮%) আরও উল্লেখ করেন যে, উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ অনুযায়ী মূল্য এই শর্তে তারা কাজ করেন (পরিশিষ্ট সারণি ১৬ ও ১৭)।

৬.২৮। সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতা

উভয় জেলার মোট উত্তরদাতার মধ্যে অধিকাংশই উল্লেখ করেছেন যে, তারা সরকারি বা বেসরকারি কোনো প্রকার সহযোগিতাই পান না। মাত্র ৫ শতাংশ উত্তরদাতা কিছু সহযোগিতা পেয়েছেন

যেমন, এনজিও থেকে ঋণ পেয়েছেন, সেলাই কাজ শিখেছেন, হাতের কাজ শিখেছেন, ইত্যাদি (পরিশিষ্ট ১: সারণি ১৮ ও ১৯)।

৬.২৯। প্রত্যাশিত সহযোগিতার ধরন

উভয় জেলার যে সকল উত্তরদাতা সরকারি বা বেসরকারি কোনো প্রকার সহযোগিতা পান না, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তারা কি ধরনের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। তাদের অনেকেই একাধিক সহযোগিতা বা প্রত্যাশার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রত্যাশাসমূহ নিম্নরূপ: নকশি শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি করা (২৭.১%); ঋণ/লোন পাওয়ার ব্যবস্থা করা (২৫%); সেলাই প্রশিক্ষণ দেওয়া (২৪%); সরকারি সহায়তা/সরকারি তদারকি থাকতে হবে (১৯.৮%); আর্থিক সহযোগিতা করা/অনুদানের ব্যবস্থা করা (১৬.৭%); বিনা সুদে ঋণ প্রদান (১২.৫%); নকশি সেন্টার তৈরি/বসার জন্য ঘর তৈরি/নকশি পল্লী গড়ে তোলা/সবাই একত্রে বসার ব্যবস্থা করা (১০.৪%); বেশি বেশি কাজের সুযোগ থাকা দরকার (৯.৪%) ইত্যাদি (পরিশিষ্ট সারণি ২০)।

৭। নকশিকাঁথা শিল্পের সমস্যাবলী, সমাধানের উপায়, সুবিধা, এই শিল্পের প্রসারের সম্ভাবনা ও নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ

এই অনুচ্ছেদে নকশি পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাসমূহ, এই পেশায় শারীরিক ও সামাজিক সমস্যা, সমস্যা সমূহ নিরসনের উপায়, এই শিল্পের সুবিধা ও অসুবিধা, এই পেশার সম্ভাবনা এবং এই শিল্পের বিকাশে ও অধিকহারে দরিদ্র নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উত্তরদাতাদের মতামত ও সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জামালপুর ও যশোর জেলায় জরিপককৃত উত্তরদাতাদের তথ্য বিশ্লেষণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিয়য়ে কেস স্টাডি ও নকশিকাঁথা শিল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যও আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে এ সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

৭.১। নকশিকাঁথার উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত সমস্যা

উভয় জেলাতেই যে সকল উত্তরদাতা নকশিকাঁথা উৎপাদন ও বিপণনের সাথে জড়িত ছিলেন তাদের কাছে নকশি পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যা রয়েছে তা জানতে চাওয়া হয়েছিল (সারণি ৩৭)। দেখা গেছে, উভয় জেলার উত্তরদাতার এক বৃহৎ অংশ (৮২.২%) নকশি পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য ও সহযোগিতা না পাওয়াকে বড় সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি (৬৯.৩%) উত্তরদাতা এই শিল্পে সমস্যা হিসেবে পুজি সংকটের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (৬৫.৩%) উত্তরদাতা শ্রম মজুরি বৃদ্ধিকে এই শিল্পের একটি সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩১.৭%) উত্তরদাতা উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য না পাওয়াকে দায়ী করেছেন। এছাড়াও আরও যে সব সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন তা হলো: পরিবহন সমস্যা (১৮.৮%), দক্ষতা সৃষ্টি না হওয়া (১৩.৯%), বকেয়া টাকা পরিশোধ না করা (১২.৯%), কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি (৭.৯%) ইত্যাদি (সারণি ৩৭)।

সারণি ৩৭: নকশিকাঁথার উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

নকশিকাঁথার উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ কি কি?	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা না পাওয়া	৫৪	৯০.০	২৯	৭০.৭	৮৩	৮২.২
পুঁজি সংকট	৪৬	৭৬.৭	২৪	৫৮.৫	৭০	৬৯.৩
শ্রম মজুরি বৃদ্ধি	৩৯	৬৫.০	২৭	৬৫.৯	৬৬	৬৫.৩
উপযুক্ত মূল্য না পাওয়া	৭	১১.৭	২৫	৬১.০	৩২	৩১.৭
পরিবহন সমস্যা	১৫	২৫.০	৪	৯.৮	১৯	১৮.৮
দক্ষতা সৃষ্টি না হওয়া	১০	১৬.৭	৪	৯.৮	১৪	১৩.৯
বকেয়া টাকা পরিশোধ না করা	৯	১৫.০	৪	৯.৮	১৩	১২.৯
কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি	৬	১০.০	২	৪.৯	৮	৭.৯
মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য	২	৩.৩	৫	১২.২	৭	৬.৯
ডিজাইনে বৈচিত্র্যের অভাব	৬	১০.০	-	-	৬	৫.৯
নিখুঁত পণ্য উৎপাদন হ্রাস পাওয়া	৪	৬.৭	১	২.৪	৫	৫.০
উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা	৩	৫.০	-	-	৩	৩.০
ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে সহজশর্তে ঋণ না পাওয়া	১	১.৭	১	২.৪	২	২.০
সরাসরি বিদেশে পণ্য রপ্তানি করার সুযোগ না থাকা	২	৩.৩	-	-	২	২.০
অন্যান্য (প্রতিযোগিতায় কোনো ভারসাম্য না থাকা, এসোসিয়েশন বা কোনো প্রকার ফোরাম না থাকা, কাজ কম হওয়াতে আয় কম হয়, চোখ ও শরীরের সমস্যা)	৮	৩.৩	২	২.৪	১০	৩.০

নকশি কাঁথা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, নকশি পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সমস্যাসমূহ বিদ্যমান। যথা:

- ঘুরে ফিরে একই ডিজাইন আসে যা ক্রেতা পছন্দ করে না অর্থাৎ নকশা বা ডিজাইনে বৈচিত্র্যহীনতা।
- ব্যবসায়ীরা একীভূত না। যেমন পারে তেমন ব্যবসা করে।
- আগের তুলনায় নকশি পণ্য উৎপাদনের খরচ অনেক বেড়েছে।
- নকশিকাঁথার গ্রাহক বা ক্রেতা কম। সারা দেশব্যাপী এর ক্রেতা থাকলে বিক্রি অনেক বাড়ত তখন হয়তো মজুরি থেকে শুরু করে ব্যবসাও ভাল হয়।
- মজুরি কম তাই অনেক মহিলা এই কাজ না করে অন্য কাজের চেষ্টা করে, অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে, ফলে কাজ ভাল হয় না। আর চোখের সমস্যা হয় মহিলাদের।
- নকশি সেলাই থ্রি-পিছের চেয়ে ভারতীয় থ্রি-পিছের চাহিদা বেশি হওয়াতে ব্যবসা ভাল হয় না।

- ক্রেতার অভাব/ভাল দাম দিয়ে থ্রি-পিছ কেনার মানুষ কম।
- আমাদের মতো ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অল্প দামে কিনে কিন্তু শো-রুমগুলো বেশি দামে বিক্রি করতে চায় তাই সাধারণ মানুষ এগুলো ব্যবহার করতে চায় না।
- ভারতীয় ছবি বা সিরিয়ালের পোশাকগুলো মানুষ জনে জনে দেখে কেনার জন্য বা ব্যবহারের জন্য উৎসাহ পাই কিন্তু আমাদের পোশাকের কোনো প্রদর্শনীর ব্যবস্থা না থাকায় ক্রেতা কম।
- নগদ বিক্রি করাতে ক্রেতা কম। বাকী বিক্রয় করলে দাম বেশি পাওয়া যায় আর ঝামেলাও আছে। তাই নগদ বিক্রয় করে।

৭.২। নকশি পেশায় শারীরিক ও সামাজিক সমস্যা

নকশিকাঁথা সেলাই পেশায় কি ধরনের শারীরিক ও সামাজিক সমস্যা হয় সে সম্পর্কে উভয় জেলার উত্তরদাতার কাছে জানতে চাওয়া হয়। তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, উভয় জেলার মোট উত্তরদাতার এক বৃহৎ অংশ (৯৩.১%) উল্লেখ করেছেন যে, এই পেশায় সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় চোখের। অর্ধেকেরও বেশি উত্তরদাতা (৫৭.৪%) উল্লেখ করেছেন যে, এই পেশার সাথে যারা জড়িত তাদেরকে সমাজের লোকেরা হেয় দৃষ্টিতে দেখে থাকে। এছাড়াও শারীরিক দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন শতকরা ৩৮.৬ শতাংশ উত্তরদাতা। অন্যান্য সমস্যার মধ্যে রয়েছে– সালিশ বিচারে গুরুত্ব না পাওয়া (৫.৯%), স্বামীর অসহযোগিতা (৪%), ছেলেমেয়েদের অসহযোগিতা (৩%) ইত্যাদি (সারণি ৩৮)। অপরপক্ষে, কেস স্টাডিকৃত নারীরা উল্লেখ করেছেন যে, এই কাজের অসুবিধা হলো শরীরের ও চোখের ক্ষতি হয়, কাজের তুলনায় আয় কম, কিছু মহাজন আছে যারা টাকা দিতে দেরী করে ইত্যাদি।

সারণি ৩৮: এ পেশায় শারীরিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো কি কি তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

এ পেশায় শারীরিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো কি কি?	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
চোখের সমস্যা	৫৩	৮৮.৩	৪১	১০০.০	৯৪	৯৩.১
সমাজের লোকেদের হেয় দৃষ্টিতে পড়া	৩৭	৬১.৭	২১	৫১.২	৫৮	৫৭.৪
শারীরিক দুর্বলতা	২৪	৪০.০	১৫	৩৬.৬	৩৯	৩৮.৬
সালিশ বিচারে গুরুত্ব না পাওয়া	৬	১০.০			৬	৫.৯
স্বামীর অসহযোগিতা	১	১.৭	৩	৭.৩	৪	৪.০
সারাদিন বসে বসে কাজ করলে কোমরে সমস্যা হয়	-	-	৪	৯.৮	৪	৪.০
ছেলেমেয়েদের অসহযোগিতা	-	-	৩	৭.৩	৩	৩.০
হাতের কব্জীতে ব্যাথা	২	৩.৩	-	-	২	২.০
ঘাড়ে ব্যাথা হয়	-	-	২	৪.৯	২	২.০
কাজ শেষে টাকা পেতে দেরী হয়	১	১.৭	-	-	১	১.০
যাতায়াতের ব্যবস্থা ভাল না, বর্ষায় পানি ওঠে	১	১.৭	-	-	১	১.০
ছাত্রী তাই লেখাপড়ার সমস্যা হয়	-	-	১	২.৪	১	১.০

উপরোক্ত সমস্যাসমূহ দূরীকরণে উত্তরদাতাগণ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন- এই শিল্পে কর্মরত নারীদের বিনামূল্যে চক্ষুচিকিৎসা ও স্বাস্থ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা (৬৪.৪%), এই পেশাকে সম্মানজনক পেশা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান (২৮.৭%), পরিবার ও সমাজের মানুষদের যথাযথ মটিভেশন প্রদান (৫.৯%) ইত্যাদি (পরিশিষ্ট সারণি ২১)।

৭.৩। সমস্যাসমূহ নিরসনের উপায়

নকশি পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাসমূহ নিরসনে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার বলে মনে করেন–এমন প্রশ্নের উত্তরে উভয় জেলাতেই জরিপভুক্ত উত্তরদাতারা বিভিন্ন পরামর্শ ও মতামত প্রদান করেছেন। উল্লেখ্য যে, অনেক ক্ষেত্রে একই উত্তরদাতা একাধিক মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেছেন। যেমন, জামালপুর ও যশোর উভয় জেলাতেই তাদের একটি বৃহৎ অংশ (৯০.১%) উল্লেখ করেছেন যে, এই শিল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারিভাবে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে হবে। এই শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন ৮৫.১ শতাংশ উত্তরদাতা। পুঁজি সংকট নিরসনে ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থদাতাদের এগিয়ে আসার কথা উল্লেখ করেছেন ৭৮.২ শতাংশ উত্তরদাতা। দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি উত্তরদাতা (৪০.২%) উল্লেখ করেছেন যে, সরকারি সহায়তায় প্রতিটি উপজেলায় একটি নকশি পল্লী গড়ে তোলা দরকার, এবং শতকরা ২১.৮ ভাগ উত্তরদাতা সরকারি সহায়তায় উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও তারা আরও যে সব পরামর্শ ও মতামত প্রদান করেছেন তা হলো: চাহিদা বিশ্লেষণ করে পণ্য উৎপাদন করা (৯.৯%), অ্যাসোসিয়েশন বা ফোরাম গড়ে তোলা (৮.৯%), সরকারি বিধিবদ্ধের আওতায় আসা (২%) ইত্যাদি (সারণি ৩৯)।

সারণি ৩৯: নকশি কাঁথা শিল্পের উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাসমূহ নিরসনে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার সে সর্ম্পকিত মতামতের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (একাধিক উত্তর)

বিরাজমান সমস্যাসমূহ নিরসনে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার?	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
সরকারিভাবে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা	৫৩	৮৮.৩	৩৮	৯২.৭	৯১	৯০.১
শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি করা	৪৭	৭৮.৩	৩৯	৯৫.১	৮৬	৮৫.১
ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থ দাতাদের এগিয়ে আসা	৫১	৮৫.০	২৮	৬৮.৩	৭৯	৭৮.২
সরকারি সহায়তায় প্রতিটি উপজেলায় একটি নকশি পল্লী গড়ে তোলা	২০	৩৩.৩	২১	৫১.২	৪১	৪০.৬
সরকারি সহায়তায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	১৪	২৩.৩	৮	১৯.৫	২২	২১.৮
চিকিৎসার ব্যবস্থা করা	৯	১৫.০	১	২.৪	১০	৯.৯
চাহিদা বিশ্লেষণ করে পণ্য উৎদপান করা	৮	১৩.৩	২	৪.৯	১০	৯.৯
এসোসিয়েশন বা ফোরাম গড়ে তোলা	৪	৬.৭	৫	১২.২	৯	৮.৯

(চলমান সারণি ৩৯)

বিরাজমান সমস্যাসমূহ নিরসনে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার?	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
অন্যান্য ব্যবসার মতো নির্ভরযোগ্য লেনদেন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকারি সহযোগিতা নিশ্চিত করা	৩	৫.০	-	-	৩	৩.০
সরকারি বিধিবদ্ধের আওতায় আসা	২	৩.৩	-	-	২	২.০
তথ্য কেন্দ্র স্থাপন এবং আইটি প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়া	১	১.৭	১	২.৪	২	২.০
মধ্যস্বত্ত্বভোগিদের দৌরাত্ম্য কমানো	১	১.৭	-	-	১	১.০
উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করা	১	১.৭	-	-	১	১.০
সুই ও ফ্রেম বিনামূল্যে বিতরণ করার ব্যবস্থা করা	২	৩.৩	-	-	২	২.০
নকশিকাঁথার কাপড় ছিড়ে গেলে বা দাগ হলে শ্রমিককে যেন ক্ষতিপূরণ দিতে না হয় তার ব্যবস্থা করা	১	১.৭	-	-	১	১.০
কম সুদে সরকারি ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা	১	১.৭	-	-	১	১.০
এক জনের দ্বায়িত্বে ঘরসহ গ্রুপ তৈরি করা	১	১.৭	-	-	১	১.০
বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করা	১	১.৭	-	-	১	১.০

নকশি কাঁথা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, নকশি পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাসমূহ নিরসনে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বলে তারা মনে করেন। যেমন:

- সমস্ত নকশিকাঁথার দোকানগুলো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় হলে ক্রেতা ও ব্যবসায়ী উভয়ের জন্য ভাল হয়।
- যুগোপযোগী কাজ ও পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা দরকার।
- সারাদেশ ব্যাপী মেলা করে, বিশেষ করে শুধু নকশিপণ্য দিয়ে মেলা করে নকশি পণ্যের বিকাশ ঘটানো দরকার।
- নকশি কাজে শ্রম মজুরি বাড়নো প্রয়োজন। মহিলা শ্রমিকদের শারীরিক বা চোখের সমস্যার জন্য সরকারি উদ্যোগে এলাকায় এলাকায় ক্যাম্প করে ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার।
- অল্প সুদে সরকারি ঋণ দিয়ে ব্যবসায়ীদেরকে নকশি পণ্য ব্যবসায় উৎসাহ ও কাজের ক্ষেত্র তৈরি করে দিতে হবে।
- মহিলাদের মজুরি বাড়ানো, আর ব্যবসায়ীদের সুদমুক্ত লোনের ব্যবস্থা থাকলে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা বড় করার চিন্তা করতে পারবে।
- সারা দেশব্যাপী ক্রেতা সৃষ্টি করতে হবে ফলে বিক্রি বাড়বে, চাহিদা হবে, কাজ ও কর্ম সংস্থান বাড়বে।
- নকশি পণ্য উৎপাদনের সরঞ্জামের মূল্য ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকতে হবে।

- ঢাকাসহ সারা দেশের বিভিন্ন মেলাতে সরকারি সহায়তায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- মহিলাদের বিভিন্ন ট্রেনিং দিয়ে উৎসাহিত করা দরকার।
- নকশি পণ্য বিদেশে রপ্তানি করার সরকারি ব্যবস্থা করা দরকার।
- বাজারের চাহিদা অনুসারে কাপড় বা পণ্যের ডিজাইন দরকার।
- মাঝে মাঝে সরকারি কর্মকর্তাদের পরিদর্শনে আসা উচিৎ, তাতে কর্মীরা সাহস পায়।
- অভিজ্ঞ মহিলাদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা, যাতে কাজ ভাল ও দ্রুত হয়।
- বর্ষার সময় গ্রামে মহিলাদের কাজ করার পরিবেশ তৈরি করা।
- নকশিকাঁথাসহ সকল পণের প্রদর্শণী জেলায় জেলায় প্রকৃত ব্যবসায়ীদের নিয়ে মেলা করা
- চলচ্চিত্র বা টিভি নাটকে নায়ক-নায়িকা বা অভিনেতা-অভিনেত্রিরা বিদেশী পোশাক ব্যবহার না করে দেশীয় নকশা করা পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এর ব্যবহার বাড়বে।
- পণ্য ও ডিজাইন সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের তথ্য প্রদান।
- প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভাল প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুরুস্কার প্রদান ইত্যাদি।

৭.৪। নকশিকাঁথা পেশার সুবিধা ও অসুবিধা

উভয় জেলাতেই উত্তরদাতারা নকশি পেশায় নিয়োজিত হওয়ার পক্ষে কিছু সুবিধা ও অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন। সুবিধা সম্পর্কে চিত্র ৪ এ উপস্থাপিত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, অর্ধেকেরও বেশি (৫২.৫%) উত্তরদাতা মনে করেন, বাড়িতে বসেই এই কাজ করা যায় বা মহিলারা ঘরে বসেই এই কাজ করতে পারে। ২৯.৭ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন এই কাজে স্বামীর পাশাপাশি বাড়তি আয় হয়। ২১.৮ শতাংশ মনে করেন এই কাজ করে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ মেটানো যায়। এছাড়াও তারা আরও যে সব সুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন তা হলো: হাত খরচ করা যায়/নিজের মত করে খরচ করতে পারি; সংসারকে অভাবমুক্ত রাখা যায়; ঋণের কিস্তি দিতে পারি/ধারে টাকা পাওয়া যায়/বাকী টাকা পরিশোধ করতে পারি; টাকা জমা করে ব্যবসায় করা যায়; বেকার বসে থাকার চেয়ে ভালো; এই পেশায় সঞ্চয় করা যায়; নকশি কাজে সময় নষ্ট হয় না/সময় ভালভাবে কেটে যায়; নকশি কাজে কোন পুঁজি লাগে না; একটি কাজ সকল সদস্য মিলে করতে পারি; এলাকায় এই কজ প্রচলিত তাই করি; এই কাজের মাধ্যমে সবাই আমাকে চিনতে পারবে তাই করি; বাড়ীতে এসে কাজ দিয়ে যায়; সেলাই শেখা যায় সময় অতিবাহিত হয়; স্বামীর কাছে ভালো থাকা যায়; এই কাজে স্বাধীনতা থাকে; রাত্রেও এই কাজ করতে পারি; বাড়ির কাজের পাশাপাশি করা যায় ইত্যাদি।

চিত্র ৪: নকশি কাঁথা পেশার সুবিধার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%) (একাধিক উত্তর)

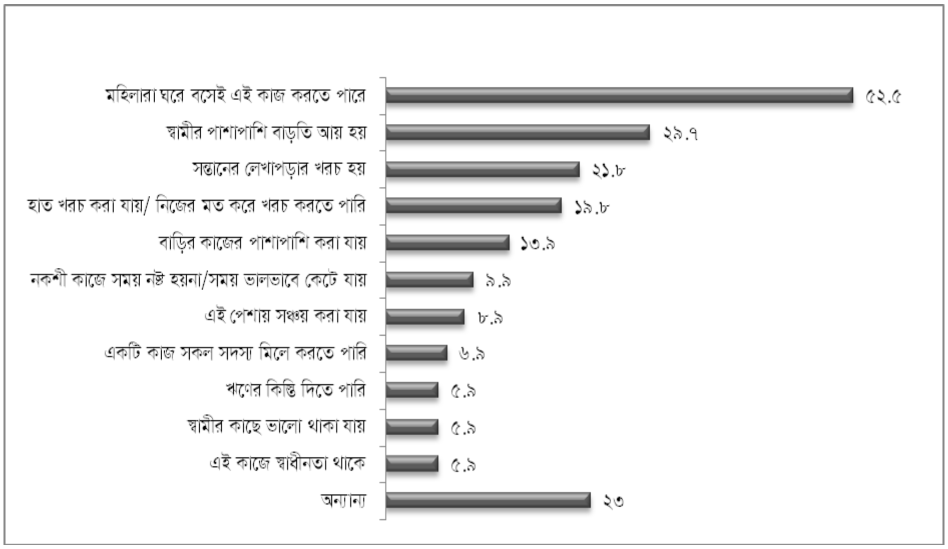

নকশি কাঁথা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তারা নিম্লোক্ত সুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা:

- বাড়ির কাজের পাশাপাশি নকশি পণ্য সেলাই এর কাজ করা যায়
- মহিলারা ঘরে বসে আয় করতে পারে
- নকশি পণ্য সেলাইয়ের জন্য সব সরঞ্জাম সহজলভ্য
- ব্যবসায়ীরা দোকান বা শোরুম দিয়ে ব্যবসা করতে পারে
- ব্যবসায়ীরা কম পুঁজি দিয়ে ব্যবসা শুরু করতে পারে
- কাজ করানোর পর্যাপ্ত শ্রমিক (মহিলা) পাওয়া যায়
- মহিলাদের বেকার সমস্যার সমাধান হয়
- বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব
- লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা কম
- মহিলারা আয় করে, সঞ্চয় করে, সংসারের কাজ বা চাহিদা মেটাতে টাকা খরচ করে
- এই ব্যবসায় বা কাজে আনন্দ আছে, ইত্যাদি।

অন্যদিকে, তাদের মতে এই পেশায় নিম্লোক্ত অসুবিধাসমূহ বিদ্যমান। যথা:

- পূঁজি কম
- উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শণীর ব্যবস্থা নাই ফলে ক্রেতা কম
- এই পেশাতে মহিলাদের কষ্ট বেশি কিন্তু আয় কম

- মহিলাদের চোখে, কোমর এবং হাতে ব্যাথা হয়
- কাজ করার জন্য মহিলাদের সুই ও ফ্রেম নিজ খরচে কিনতে হয়
- সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও তদারকির অভাব
- অসৎ ব্যবসায়িরা মহিলাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে টাকা দেয় না
- বর্ষার সময় বসার জায়গার অভাব কারণ তখন সব জায়গায় পানি থাকে, ইত্যাদি।

৭.৫। নকশিকাঁথা পেশার সম্ভাবনা

নকশিকাঁথা পেশার সুবিধার পাশাপাশি এই শিল্পের সম্ভাবনার কথাও উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়। চিত্র ৫ এ উপস্থাপিত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, উভয় জেলাতেই উত্তরদাতাগণ নকশিকাঁথা শিল্পের নিম্নোক্ত সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেছেন। যেমন: এক-চতুর্থাংশেরও বেশি উত্তরদাতা (২৬.৭%) মনে করেন যে, ভবিষ্যতে সারাদেশে এই কাজ ছড়িয়ে পড়বে। প্রায় ১৭ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে, সরকারি উদ্যোগে জেলায় জেলায় নকশি পল্লী গড়ে উঠবে। প্রায় ১১ শতাংশ মনে করেন, ভবিষ্যতে তারা সরাসরি বিদেশে নকশি পণ্য রপ্তানি করতে পারবেন। এছাড়াও তারা আরও যে সব সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন তা হলো, নিজেই ভবিষ্যতে নেত্রী বা উদ্যোক্তা হতে পারব (১০.৯%), এই শিল্প আরও বেশি বিনিয়োগ হবে (৫%), মহাজনদের দাপট থাকবে না (৪%) ইত্যাদি।

চিত্র ৫: নকশি শিল্পের সম্ভাবনার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%) (একাধিক উত্তর)

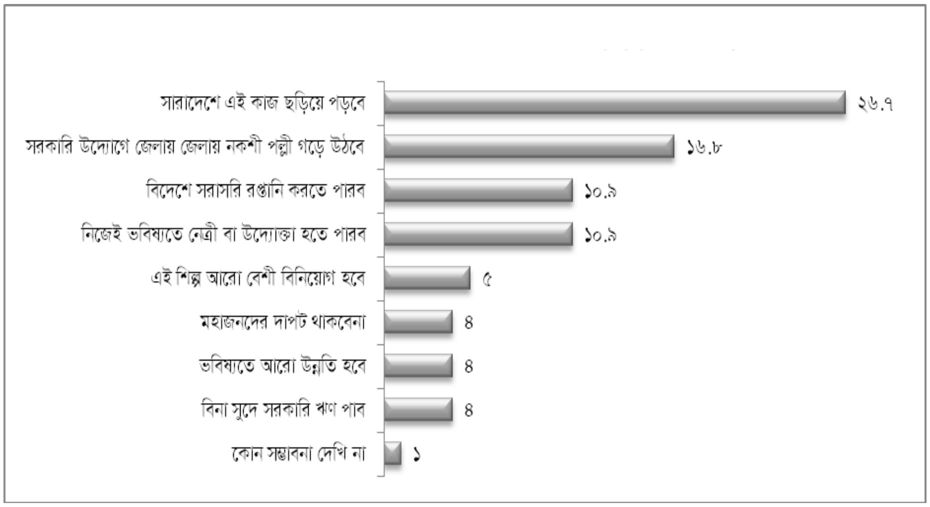

নকশি কাঁথা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তারা এই পেশার নিম্নোক্ত সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা:

- নকশি কাজের সাথে জড়িত মহিলাদের মজুরি বাড়ালে আয় বাড়ত তাতে তাদের আর্থিক সচ্ছলতা আসত

- ব্যবসায়ীরা যেমন ব্যবসা বড় করতে পারে অন্যদিকে মহিলারাও তেমন এই কাজ থেকে কিছু আয় করতে পারে
- পুঁজি খাটিয়ে বড় দোকান দিলে, ঢাকা ও বিদেশে সরাসরি পণ্য বিক্রয় করতে পারলে ব্যবসা ভাল হবে, লাভ হবে, এই পেশার সাথে সংশ্লিষ্টরা সুখে থাকবে
- ব্যবসায়ীদের সরকারি লোন দিয়ে কারখানা তৈরি করানো সম্ভব
- যারা এই পেশায় নতুন তাদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে এই পেশায় তারা আরও ভাল করতে পারবে
- নকশিকাঁথা ও চাদর বিদেশে রপ্তানি করে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব ইত্যাদি।

৭.৬। নকশি কাজের ব্যাপক প্রসারের জন্য করণীয়

উভয় জেলাতেই জরিপে অংশগ্রহণকারি উত্তরদাতাগণ নকশি পণ্যের ব্যাপক প্রসারের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেছেন। যেমন: শ্রমিকের মজুরি বেশি হওয়া উচিৎ (৫০.৫%), কম সুদে ঋণের ব্যবস্থা থাকা দরকার (২৯.৭%), বর্ষাকালে কাজের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন (২০.৮%), প্রশিক্ষণ দরকার (১৮.৮%), পরিবেশ বান্ধব পল্লী নকশি সেন্টার তৈরি করা (১৫.৮%), আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন (১১.৯%), সরকারিভাবে সাহায্য প্রদান করা প্রয়োজন (৬.৯%), বেশি বেশি কাজ থাকা দরকার (৪%), নকশি কাজের সাথে সম্পৃক্ত নারীদেরকে সম্মানের সাথে দেখা (২%) ইত্যাদি (সারণি ৪০)।

সারণি ৪০: নকশি পেশার ব্যাপক প্রসারের জন্য কি ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (একজন উত্তরদাতা কর্তৃক একাধিক উত্তর বিশ্লেষণ)

উদ্যোগসমূহ	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
শ্রমিকের মজুরি বেশি হওয়া উচিৎ	২১	৩৫.০	৩০	৭৩.২	৫১	৫০.৫
কম সুদে ঋণের ব্যবস্থা থাকা দরকার	২৪	৪০.০	৬	১৪.৬	৩০	২৯.৭
বর্ষাকালে কাজের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন	৫	৮.৩	১৬	৩৯.০	২১	২০.৮
প্রশিক্ষণ দরকার	১৯	৩১.৭			১৯	১৮.৮
পরিবেশ বান্ধব পল্লী নকশি সেন্টার তৈরি করা	১২	২০.০	৪	৯.৮	১৬	১৫.৮
কৃষি কাজের সাথে হাজিরা ঠিক রাখা	-	-	১২	২৯.৩	১২	১১.৯
আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন	৭	১১.৭	১	২.৪	৮	৭.৯
সরকারিভাবে সাহায্য প্রদান করা প্রয়োজন	৫	৮.৩	২	৪.৯	৭	৬.৯
বেশি বেশি কাজ থাকা দরকার	৩	৫.০	২	৪.৯	৫	৫.০

(চলমান সারণি ৪০)

উদ্যোগসমূহ	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
এলাকায় এলাকায় পল্লী নকশি সেন্টার গড়ে তোলা	৫	৮.৩	-	-	৫	৫.০
নারীর স্বাধীন চলাচল নিশ্চিত করা এবং কোনো বাজে মন্তব্য না করা	৩	৫.০	২	৪.৯	৫	৫.০
ভাতাসহ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	১	১.৭	৩	৭.৩	৪	৪.০
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা দরকার/যাতায়াতের জন্য ভাল রাস্তা করা প্রয়োজন	৪	৬.৭	-	-	৪	৪.০
সেলাই মেশিন এবং ছাপা যন্ত্রপাতির যোগান দেয়া	৪	৬.৭			৪	৪.০
নকশি পণ্যের মূল্য তাৎক্ষণিক পরিশোধের ব্যবস্থা থাকা			৪	৯.৮	৪	৪.০
সমাজের ধনী ব্যক্তিদের নকশি শ্রমিকদের দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করা	৩	৫.০	-	-	৩	৩.০
উৎপাদিত নকশি পণ্য বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা			৩	৭.৩	৩	৩.০
নকশি কাজের সাথে সম্পৃক্ত নারীদেরকে সম্মানের সাথে দেখা	১	১.৭	১	২.৪	২	২.০
নকশি কাজে জড়িত হতে নারীদেরকে উৎসাহিত করা	১	১.৭	১	২.৪	২	২.০
নকশি পণ্যের ন্যায্য বা সঠিক মূল্য নিশ্চিত করা	১	১.৭	১	২.৪	২	২.০
সূই, সূতা ও ফ্রেম দেওয়া	১	১.৭	১	২.৪	২	২.০
সমাজকে নকশি বিষয়ে সচেতন করা প্রয়োজন	১	১.৭			১	১.০
পাঠ্যসূচিতে নকশিকাঁথা/পণ্য বিষয়ক তথ্য সন্নিবেশ করা উচিৎ	১	১.৭	-	-	১	১.০

নকশি কাঁথা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তারা নকশি কাঁথা শিল্পের ব্যাপক প্রসারের জন্য নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা:

- ব্যবসায়ীদের জন্য সুদমুক্ত বা কম সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা
- ব্যবসায়িদের জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা
- শ্রমিকদের জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা
- চাহিদা ও যুগোপযোগী ডিজাইন সরবরাহ
- বিদেশে রপ্তানি করার জন্য পণ্য ও ডিজাইন সরবরাহ

- প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা। যার পণ্য ভাল হবে তার পণ্য বিদেশে যাবে
- বিভিন্ন দপ্তর যেমন যুব উন্নয়ন, মহিলা অধিদপ্তরের সরাসরি সহায়তা দরকার
- মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়ার মাধ্যমে সহায়তা করা, কারণ মহিলারা কাজ করে ঋণ শোধ করতে পারবে
- মহিলাদের কাজের মজুরি বাড়ানো। অন্যথায় পণ্যের দাম সরকারিভাবে নির্ধারণ করা
- কিছু জায়গায় বর্ষার সময় বা বানের সিজনে গরিব মহিলারা সেলাই করার জন্য বসার জায়গা পায় না। এজন্য জায়গার ব্যবস্থা করা
- রাতে মহিলারা ফ্রি থাকে তখন নির্দিষ্ট জায়গায় সরকারি সহায়তার আলোকে ব্যবস্থা করলে মহিলারা রাতে কাজ করতে পারে
- গ্রাম উদ্যোগী মহিলা বা যুবকদের ছাপ দেওয়া ট্রেনিং দিলে অন্য কর্মসংস্থান হয়
- নকশিকাঁথা বিদেশে রপ্তানি করার ব্যবস্থ করা
- যে সকল গ্রামের বা মহল্লার মহিলারা নকশি সেলাই করে ঐ গ্রামের রাস্তাঘাটের উন্নতি করা
- যুগোপযোগী পণ্য উৎপাদনের উৎসাহ এবং তথ্য সরকারিভাবে ব্যবসায়িক বা উদ্যোক্তাদের জানানো
- মহিলাদের ট্রেনিং দেওয়া
- ছোট ছোট উদ্যোক্তাদের সেলাই মেশিন ও দর্জির কাজের ট্রেনিং দেওয়া যাতে নকশিকাঁথার উদ্যোক্তাও বাজার উপযোগী পণ্য উৎপাদন করতে পারে
- নকশিকাঁথা বিক্রির জন্য বা বাজার তৈরি করার জন্য প্রচারণা চালানো
- ভারতীয় পণ্য থেকে ভাল পণ্য তৈরি করার চেষ্টার সরকারি সহায়তা বা সরকারি উদ্যোগ নেয়া
- ব্যাংকগুলো ব্যবসায়ি বা শ্রমিকদের সহজ শর্তে লোন দিলে ব্যবসা বড় করা সম্ভব
- ছাপাখানা (কাপড়ে ছাপ দেয়া) দরকার
- কর্মীদের কাজ করার জন্য জায়গার দরকার
- যুগের চাহিদা অনুযায়ী ডিজাইন দরকার।

৭.৭। নকশিকাঁথা শিল্পের বিকাশ ও নারীদের অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পরামর্শ ও মতামত

উভয় জেলার উত্তরদাতাদের নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, নকশিকাঁথা শিল্প বিকাশে এবং এই শিল্পে নারীদের অধিক হারে কর্মসংস্থান তৈরিতে আপনার পরামর্শ বা মতামত কি। উত্তরে একই উত্তরদাতা একাধিক মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেছেন। যেমন: শতকরা ৬০.৪ ভাগ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, এই শিল্পের সাথে জড়িত নারী শ্রমিকদের কাজের মজুরি বাড়ালে তারা আরো অধিক সংখ্যায় এই কাজের সাথে যুক্ত হবেন। উভয় জেলাতেই এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি উত্তরদাতা (৩৪.৭%) এই শিল্পের বিকাশে সহজ শর্তে সরকারি/বেসরকারি ঋণের ব্যবস্থা করার কথা বলেছেন। শতকরা ২৭.৭ ভাগ উত্তরদাতা ঠিক সময়ে বা কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে মজুরি বা টাকা পরিশোধ করার কথা উল্লেখ করেছেন। নারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা বলেছেন শতকরা ২৪.৮ শতাংশ উত্তরদাতা।

এছাড়াও তারা আরও যে সব মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেছেন তা হল: নারী পুরুষের মজুরিতে সমতা রাখা (২৩.%), নারীদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা (২২.৮%), বিনামূল্যে চোখের চিকিৎসা করা (১৯.৮%), কেন্দ্র তৈরি করতে হবে/সবার একত্রে বসার ব্যবস্থা করতে হবে/নির্ধারিত স্থানে ঘর তৈরি করা (১৮.৮%), বেশি বেশি নকশি সেলাইর কাজের ব্যবস্থা করা (১৭.৮%), নারীদের এই কাজে উৎসাহিত করা (১০.৯%) ইত্যাদি (সারণি ৪১)।

সারণি ৪১: নকশি কাঁথা শিল্পের বিকাশ ও এই শিল্পে নারীদের অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মতামতের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (একাধিক উত্তর)

মতামত/ পরামর্শ	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
শ্রমিকদের কাজের মজুরি বাড়ানো	২৮	৪৬.৭	৩৩	৮০.৫	৬১	৬০.৪
সহজ শর্তে সরকারি/বেসরকারি ঋণের ব্যবস্থা করা	২৩	৩৮.৩	১২	২৯.৩	৩৫	৩৪.৭
ঠিক সময়ে টাকা প্রদান/কাজ শেষে টাকা প্রদান	২২	৩৬.৭	৬	১৪.৬	২৮	২৭.৭
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	২০	৩৩.৩	৫	১২.২	২৫	২৪.৮
নারী পুরুষের মজুরিতে সমতা রাখা	১৭	২৮.৩	৭	১৭.১	২৪	২৩.৮
নারীদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা	১৬	২৬.৭	৭	১৭.১	২৩	২২.৮
বিনামূল্যে চোখের চিকিৎসা করা	১৫	২৫.০	৫	১২.২	২০	১৯.৮
কেন্দ্র তৈরি করতে হবে/সবার একত্রে বসার ব্যবস্থা করতে হবে/নির্ধারিত স্থানে ঘর তৈরি করা	১৫	২৫.০	৪	৯.৮	১৯	১৮.৮
নারী সমিতি গঠন করা	১৩	২১.৭	৬	১৪.৬	১৯	১৮.৮
বেশি বেশি নকশি সেলাইর কাজ দরকার	৫	৮.৩	১৩	৩১.৭	১৮	১৭.৮
বর্ষার সময় কাজের ব্যবস্থা করা	১৪	২৩.৩	১	২.৪	১৫	১৪.৯
বিনা মূল্যে সূই ও ফ্রেম সরবরাহ করা	১১	১৮.৩	৪	৯.৮	১৫	১৪.৯
নারীদের এই কাজে উৎসাহিত করা	১০	১৬.৭	৫	১২.২	১৫	১৪.৯
সেলাই মেশিন প্রদান	৯	১৫.০	২	৪.৯	১১	১০.৯
নকশিকাঁথা বিষয়ক তথ্য জানানোর ব্যবস্থা করা	৮	১৩.৩	৩	৭.৩	১১	১০.৯
ঢাকার মেলাতে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া	৮	১৩.৩	২	৪.৯	১০	৯.৯
কর্মচারীদের সাথে ভাল ব্যবহার করা	৫	৮.৩	৩	৭.৩	৮	৭.৯
সুদবিহীন ঋণের ব্যবস্থা করা	৬	১০.০	১	২.৪	৭	৬.৯
ছাপা দেওয়ার অফিস বা মেশিন দরকার	৬	১০.০	১	২.৪	৭	৬.৯
নকশি কাজে নজর রাখা বা পরামর্শ দরকার	৪	৬.৭	২	৪.৯	৬	৫.৯
সুতার দাম কমানো	৩	৫.০	১	২.৪	৪	৪.০

নকশি কাঁথা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তারা নকশি কাঁথা শিল্পের বিকাশ ও এই শিল্পে নারীদের অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে নিম্নোক্ত মতামত ও সুপারিশ প্রদান করেছেন। যথা:

- নকশি শিল্প কাজে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানো
- সরকারিভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান
- যুব ও মহিলা অধিদপ্তরের সহায়তা
- জেলায় জেলায় মেলা করানো
- বিভিন্ন উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণে প্রতি বৎসর নকশি পণ্যের মেলার আয়োজন করা

- মহিলাদের নকশি পণ্য তৈরির প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজ শেখানো
- সরকারিভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা
- সেলাইসহ ছাপার কাজে ট্রেনিং করানো
- কাজ শেষে টাকা পরিশোধের জন্য মহাজনদের বাধ্য করা
- অসুস্থ্য বা চোখের সমস্যা সমাধানের জন্য বিনামূল্যে সরকারি ডাক্তার ও ঔষধের ব্যবস্থা করা
- গ্রামে বর্ষার সময় কাজ করতে পারে এমন জায়গা ও রাতে কাজের জন্য আলোর ব্যবস্থা করা
- সমাজের মানুষ যেন কাজটিকে ভাল চোখে দেখে তার জন্য প্রচারণা চালানো
- দরিদ্র নারীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় নকশি পল্লী গড়ে তুলতে হবে।

অপরদিকে, কেস স্টাডিকৃত নারীরা উল্লেখ করেছেন যে, এই পেশায় মহিলাদের অধিক হারে সম্পৃক্ত করতে হলে, তাদের কাজের মজুরি বাড়াতে হবে। মহিলাদের কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। সেই সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাজ ও কাজের সাথে সাথে মজুরি পরিশোধের ব্যবস্থা থাকতে হবে। সেলাইসহ অন্যান্য কাজের জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। চোখ এবং শারীরিক সমস্যার জন্য বিনামুল্যে চিকিৎসা ও ঔষধের ব্যবস্থা করতে হবে। এই কাজের জন্য বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারের বিভিন্ন অনুদান যেমন ঋণ সহায়তা, ট্রেনিং ইত্যাদি দিতে হবে।

৮। ফলাফল পর্যালোচনা, সুপারিশ ও উপসংহার

৮.১। ফলাফল পর্যালোচনা

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ উত্তরদাতার (৩৮.৬%) বয়স ৩০-৩৯ বছর বয়স সীমার মধ্যে। উভয় জেলাতেই উত্তরদাতার গড় বয়স ৩১.৯ বছর। মোট উত্তরদাতার এক বৃহৎ অংশ (৭২.৩%) বিবাহিত। মোট উত্তরদাতার এক বৃহৎ অংশ (৭৮.২%) উল্লেখ করেছেন যে তারা সাধারণ স্কুল বা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছেন। যারা সাধারণ স্কুল বা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছেন তাদের অর্ধেকেরও বেশি (৫১.৮%) প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। মোট উত্তরদাতার অর্ধেকেরও বেশি (৫৯.৪%) ঘরের কাজের সাথে যুক্ত বা গৃহিণী। মোট উত্তরদাতার এক বৃহৎ অংশ (৮৯.১%) উল্লেখ করেছেন যে, প্রধান পেশার পাশাপাশি তাদের দ্বিতীয় পেশাও আছে। যে সমস্ত উত্তরদাতা তাদের দ্বিতীয় পেশা থাকার কথা উল্লেখ করেছেন তাদের এক বড় অংশই (৭৮.৯%) হস্তশিল্প বা নকশিকাঁথা বুননকে দ্বিতীয় পেশা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পরিবারে অবস্থানের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, উভয় জেলাতেই তাদের বৃহৎ অংশই (৭৯.২%) গৃহিণী। উত্তরদাতার পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৫.১ জন। অর্ধেকেরও কিছু বেশি (৫০.৫%) উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, তাদের পরিবারের গড় মাসিক আয় ৫,০০১ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকার মধ্যে। উভয় জেলার মোট উত্তরদাতার পরিবারের গড় মাসিক আয়ের পরিমাণ ১১,৩৯৪ টাকা। উত্তরদাতার নিজের গড় মাসিক আয় ১,৭৫৯ টাকা। অধিকাংশ উত্তরদাতা (৯৪.১%) তাদের পারিবারিক আয়ের উৎস হিসেবে

নকশিকাঁথাকেই উল্লেখ করেছেন। উভয় জেলাতেই ৮২.২ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, তাদের পরিবারের সব সদস্য সারা বছর তিনবেলা পেট ভরে খেতে পারে। মোট উত্তরদাতার একটি বৃহৎ অংশ ৮০.২% উল্লেখ করেছেন যে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর সামর্থ্য তাদের আছে। তিন-চতুর্থাংশেরও কিছু বেশি (৭৫.২%) উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, তাদের পরিবারের সব সদস্য জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় চোপড় কেনার সামর্থ্য তাদের আছে। প্রায় সব উত্তরদাতাই (৯৮%) নিজস্ব মালিকানাধীন বাড়িতে বসবাস করে। অধিকাংশ উত্তরদাতা (৪৫.৫%) টিনের তৈরি অর্থাৎ (টিনের বেড়া, টিনের চাল, মাটির ডোয়া) ঘরে বসবাস করে। তিন-চতুর্থাংশেরও কিছু বেশি উত্তরদাতা (৭৬.২%) উল্লেখ করেছেন যে, তাদের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে। উভয় জেলাতেই উত্তরদাতাদের এক বৃহৎ অংশ (৯০.১%) উল্লেখ করেছেন যে, যোগাযোগ ও বিনোদনের জন্য তাদের টিভি, রেডিও বা মোবাইল ফোন রয়েছে। মোট উত্তরদাতার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের (৬৫.৩%) নিজস্ব চাষের জমি নেই।

জামালপুর ও যশোর উভয় জেলাতেই অর্ধেকেরও বেশি উত্তরদাতা (৫৬.৪%) দশ বছরেরও অধিক সময় ধরে নকশিকাঁথা বুনন পেশায় জড়িত আছেন। অর্ধেকেরও বেশি উত্তরদাতার (৫৬.৪%) পরিবারের মাত্র একজন সদস্য নকশিকাঁথা সেলাই কাজের সাথে যুক্ত আছেন। অপরপক্ষে কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, একই পরিবারের অনেক সদস্য নকশি সেলাই কাজের সাথে যুক্ত আছেন। উভয় জেলাতেই এক-চতুর্থাংশ (২৫%) উত্তরদাতা দর্জি কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, অনেকেই তাদের জীবনের প্রথম দিকে বেকার ছিলেন, পরবর্তীতে নকশি সেলায়ের কাজ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। অনেকেই দর্জির কাজের প্রশিক্ষণ ও সেলাই প্রশিক্ষণে আগে থেকেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন। এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি (৩৫.৬%) উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, তাদের বাবা, মা, দাদা-দাদীরাও এই পেশায় জড়িত ছিলেন। যশোর জেলার অধিকাংশ উত্তরদাতা নকশি পেশা ছেড়ে অন্য পেশা গ্রহণ করতেও আগ্রহী বলে জরিপে উঠে এসেছে। সেখানে প্রায় ৮৫.৪ শতাংশ উত্তরদাতা এই পেশা ছেড়ে যেতে চায়। অপরপক্ষে জামালপুরে মাত্র ২১.৭ শতাংশ উত্তরদাতা এই পেশা ছেড়ে যেতে চায়। নকশিকাঁথা সেলাই পেশা ছেড়ে যাবার কারণ হিসেবে অধিকাংশ উত্তরদাতাই (৭০.৮%) বলেছেন এই পেশায় শ্রম বেশি দিতে হয় কিন্তু সেই তুলনায় মজুরি অনেক কম। প্রায় ১৬.৭ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, এই কাজে ঠিকমত টাকা পাওয়া যায় না। তাদের অনেকেই চোখের সমস্যাসহ অনেক অসুখ-বিসুখের কথাও উল্লেখ করেছেন। যশোরে নতুনভাবে নকশি পেশায় যুক্ত হবার হার খুবই কম। পক্ষান্তরে জামালপুর জেলায় এই হার অনেক বেশি। নতুন লোকদের এই পেশায় যুক্ত হবার কারণ হলো এই কাজে বাড়তি আয় হয়/বেশি টাকা উর্পাজন করা যায় (৫৭.৯%), এলাকার অনেকেই করে তাই তাদের দেখাদেখি করি (২৪.১%), ঘরের কাজের পাশাপাশি এই কাজ করা যায় (১৭.৫%), বেকার সংখ্যা বেশি হওয়ার জন্য/অন্য কাজের সুযোগ কম (১৫.৮%), নকশি কাজ গল্পের সাথে করা যায়/সময় কাটে ও বাড়তি আয় হয় (১৭.৫%), নকশি কাজ করলে মন ভাল থাকে (১২.১%), ইত্যাদি। অপরপক্ষে, কেস স্টাডিকৃত নারীরা উল্লেখ করেছেন যে, এই পেশা গ্রহণের কারণ হল ঘরের কাজের পাশাপাশি এই কাজ করা যায়; এই কাজ থেকে আয় সংসারের কাজে লাগে; ছেলে মেয়েদের পড়ার খরচ দেয়া যায়; কাজ শেষে বা পণ্য দেয়ার সাথে সাথে নগদ টাকা পাওয়া যায়; এই কাজে বাড়ির বাইরে যাওয়া লাগে না ইত্যাদি।

মোট উত্তরদাতার এক বৃহৎ অংশ (৭৩.৩%) নকশিকাঁথা সেলাই করে থাকেন। উভয় জেলাই ৭২.৩ শতাংশ উত্তরদাতা নকশি পণ্য হিসেবে শাড়ী তৈরি করেন; ৭১.৩ শতাংশ উত্তরদাতা থ্রি-পিছ

তৈরির কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আরও যে সব নকশি পণ্য উৎপাদনের কথা উল্লেখ করেছেন তা হলো: চাদর (৩৩.৭%), লেডিস পাঞ্জাবি (৩১.৭%), পাঞ্জাবি (৩০.৭%), স্কার্ট/চাদর/মোবাইল ব্যাগ/ওড়না/ইয়ক/মাথার ব্যান্ড (৩৩.৭%), ইত্যাদি। কেস স্টাডিকৃত নারীরা উল্লেখ করেছেন যে, নকশি কাজের মধ্যে থ্রি-পিছ আর নকশিকাঁথার কাজ বেশি হলো। তাছাড়া শাড়ী, শাড়ীর পাড়, পাঞ্জাবি, চাদর, ফতুয়া, বালিশের কাভার, বিছানার চাদর, মোবাইল ব্যাগ ইত্যাদি কাজও বেশি হয়। উভয় জেলাতেই মোট উত্তরদাতার এক বৃহৎ অংশ (৮৬.১%) উল্লেখ করেছেন যে, তারা নেত্রীর (যিনি মহাজনের কাছ থেকে নকশি কাজ আনে) কাছ থেকে নকশি পণ্য উৎপাদনের কাঁচামাল পেয়ে থাকেন। প্রায় সব উত্তরদাতায় (৯৩.১%) উল্লেখ করেছেন যে, তাদের উৎপাদিত নকশি পণ্যসমূহ 'নেত্রী'র (যিনি মহাজনের কাছ থেকে নকশি কাজের অর্ডার নিয়ে আসেন) তাদের উৎপাদিত নকশি পণ্য বিক্রয় করেন। মাত্র ৫.১ শতাংশ উল্লেখ করেছেন যে, তারা মহাজনের নিকট বিক্রয় করেন। উভয় জেলার মোট উত্তরদাতার এক বৃহৎ অংশ (৭৮.২%) নকশিকাঁথা শিল্প বিষয়ক কোনো প্রশিক্ষণ পাননি। যশোর জেলায় এই হার সবচেয়ে বেশি। এখানে ৮৫.৪ শতাংশ উত্তরদাতা কোনো প্রশিক্ষণ পাননি। পক্ষান্তরে যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তাদের সবাই বলেছেন যে, তারা নকশিকাঁথা সেলাই করার কাজ শিখেছেন। এছাড়া নকশি আঁকা (৫০%), ডিজাইন করা (১৩.৬%), ছাপ মারা (৩১.৮%), সূতা ও কালার ম্যাচিং করা (৯.১%) ও কারচুপির কাজ করা ইত্যাদি শিখেছেন। প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ তাদের খুবই উপকারে লেগেছে এবং এই ধরনের প্রশিক্ষণের অতিমাত্রায় প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং নিয়মিত তা প্রদান করলে দরিদ্র নারীরা আরও অধিক হারে নকশি পেশায় যুক্ত হবে এবং এই শিল্পের প্রসার ঘটবে বলে তারা মতামত প্রদান করেছেন।

উভয় জেলাতেই মোট উত্তরদাতার মাত্র ১৬.৮ শতাংশ এই শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। জামালপুর জেলায় এই হার সবচেয়ে বেশি, ২৩.৩ শতাংশ। তারা সবাই নিজস্ব অর্থ বিনিয়োগ করেছেন। উভয় জেলাতেই উত্তর দাতার এক বৃহৎ অংশ (৭০.৬%) উল্লেখ করেছেন যে, এই শিল্পে ৫০,০০০ টাকারও বেশি অর্থের দরকার হয়। প্রায় ৬৪.৭ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে তারা ঋণ গ্রহণ করেছেন। যে সকল উত্তরদাতা ঋণ গ্রহণ করেছেন তাদের এক বৃহৎ অংশ (৭২.৭%) উল্লেখ করেছেন যে, তারা এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। উভয় জেলাতেই এক তৃতীয়াংশেরও বেশি উত্তরদাতা (৩৬.৪%) উল্লেখ করেছেন যে, তারা ২০,০০০ থেকে ৪০,০০০ টাকার মধ্যে ঋণ গ্রহণ করেছেন। অর্ধেকেরও বেশি উত্তরদাতা (৫৪.৫%) উল্লেখ করেছেন যে, তাদের গৃহীত ঋণের সুদের হার ১৬% থেকে ২০% এর মধ্যে। জরিপে অংশগ্রহণকারি উভয় জেলার যে সকল উত্তরদাতা নকশি শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রায় সবাই (৯৪.১%) উল্লেখ করেছেন যে তারা মহাজনের নিকট থেকে শর্ত সাপেক্ষে কোনো ঋণ গ্রহণ করেননি। উভয় জেলার প্রায় সব উত্তরদাতা (৯৪.১%) উল্লেখ করেছেন যে, তারা কোনো ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করেননি বা পাননি। তাদের এক বৃহৎ অংশ (৪৩.৭%) উল্লেখ করেছেন যে, যেহেতু তাদের জমি নেই তাই ব্যাংক তাদের ঋণ দেয়নি। এক-চতুর্থাংশ উত্তরদাতা (২৫%) উল্লেখ করেছেন যে, ব্যাংক ঋণ নেওয়া ঝামেলা ইত্যাদি। উভয় জেলার সব উত্তরদাতায় উল্লেখ করেছেন যে, নকশিকাঁথার বা পণ্যের ব্যবসায় করে তাদের মুনাফা থাকে। উভয় জেলার সব উত্তরদাতার মধ্যে প্রায় সবাই (৯৭%) উল্লেখ করেছেন যে, তারা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে চুক্তিতে কাজ করে থাকেন। তাদের অধিকাংশই (৯৮%) আরও উল্লেখ করেন যে, উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ অনুযায়ী মূল্য এই শর্তে তারা কাজ করেন। উভয় জেলার মোট

উত্তরদাতার মধ্যে অধিকাংশই উল্লেখ করেছেন যে, তারা সরকারি বা বেসরকারি কোনো প্রকার সহযোগিতাই পান না। মাত্র ৫ শতাংশ উত্তরদাতা কিছু সহযোগিতা পেয়েছেন যেমন, এনজিও থেকে ঋণ পেয়েছেন, সেলাই কাজ শিখেছেন, হাতের কাজ শিখেছেন ইত্যাদি। উভয় জেলার সব উত্তরদাতা কিছু সহযোগিতা প্রত্যাশা করেছেন। প্রত্যাশিত সহযোগিতা যেমন: নকশি শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি করা (২৭.১%); ঋণ/লোন পাওয়ার ব্যবস্থা করা (২৫%); সেলাই প্রশিক্ষণ দেওয়া (২৪%); সরকারি সহায়তা/ সরকারি তদারকি থাকতে হবে (১৯.৮%); আর্থিক সহযোগিতা করা/অনুদানের ব্যবস্থা করা (১৬.৭%); বিনা সুদে ঋণ প্রদান (১২.৫%); নকশি সেন্টার তৈরি/ বসার জন্য ঘর তৈরি/নকশি পল্লী গড়ে তোলা/সবাই একত্রে বসার ব্যবস্থা করা (১০.৪%); বেশি বেশি কাজের সুযোগ থাকা দরকার (৯.৪%) ইত্যাদি।

মোট উত্তরদাতার এক বৃহৎ অংশ (৮২.২%) নকশি পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের জন্য সরকারি সাহায্য ও সহযোগিতা না পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি (৬৯.৩%) উত্তরদাতা এই শিল্পে পুঁজি সংকটের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রায় সমান সংখ্যক (৬৫.৩%) উত্তরদাতা শ্রম মজুরি বৃদ্ধিকে এই শিল্পের একটি সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩১.৭%) উত্তরদাতা উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য না পাওয়াকে দায়ী করেছেন। নকশি কাঁথা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, নকশি পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সমস্যাসমূহ বিদ্যমান। যথা: ঘুরে ফিরে একই ডিজাইন আসে যা ক্রেতা পছন্দ করে না অর্থাৎ নকশা বা ডিজাইনে বৈচিত্র হীনতা; আগের তুলনায় নকশি পণ্য উৎপাদনের খরচ অনেক বেড়েছে; নকশিকাঁথার গ্রাহক বা ক্রেতা কম; মজুরি কম হওয়ায় অনেক মহিলা এই কাজ না করে অন্য কাজের চেষ্টা করে। এই কাজে মহিলাদের চোখের সমস্যা হয় ইত্যাদি।

জামালপুর ও যশোর উভয় জেলাতেই উত্তরদাতাদের এক বৃহৎ অংশ (৯০.১%) উল্লেখ করেছেন যে, এই শিল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারিভাবে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে হবে। এই শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন ৮৫.১ শতাংশ উত্তরদাতা। পুঁজি সংকট নিরসনে ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থ দাতাদের এগিয়ে আসার কথা উল্লেখ করেছেন ৭৮.২ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়াও তারা আরও যে সব পরামর্শ ও মতামত প্রদান করেছেন তা হলো: সরকারি সহায়তায় প্রতিটি উপজেলায় একটি নকশি পল্লী গড়ে তোলা (৪০.২%), সরকারি সহায়তায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা (২১.৮%); চাহিদা বিশ্লেষণ করে পণ্য উৎদপান করা (৯.৯%), অ্যাসোসিয়েশন বা ফোরাম গড়ে তোলা (৮.৯%), সরকারি বিধিবদ্ধের আওতায় আসা (২%) ইত্যাদি। মোট উত্তরদাতার এক বড় অংশ (৯৩.১%) উল্লেখ করেছেন যে, এই পেশায় সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় চোখের। অর্ধেকেরও বেশি উত্তরদাতা (৫৭.৪%) উল্লেখ করেছেন যে, এই পেশার সাথে যারা জড়িত তাদেরকে সমাজের লোকেরা হেয় দৃষ্টিতে দেখে থাকে। অন্যান্য সমস্যার মধ্যে রয়েছে সালিশ বিচারে গুরুত্ব না পাওয়া (৫.৯%), স্বামীর অসহযোগিতা (৪%), ছেলেমেয়েদের অসহযোগিতা (৩%) ইত্যাদি। সমস্যাসমূহ দূরীকরণে উত্তরদাতাগণ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন– এই শিল্পে কর্মরত নারীদের বিনামূল্যে চক্ষুচিকিৎসা ও স্বাস্থ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা (৬৪.৪%), এই পেশাকে সম্মানজনক পেশা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান (২৮.৭%), পরিবার ও সমাজের মানুষদের যথাযথ মটিভেশন প্রদান (৫.৯%) ইত্যাদি।

নকশি কাঁথা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ নকশি পণ্য উৎপাদন ও বিপণন-এর ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাসমূহ নিরসনে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলেছেন। যেমন: সমস্ত নকশিকাঁথার দোকানগুলো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় হলে ক্রেতা ও ব্যবসায়ী উভয়ের জন্য ভাল হয়; যুগোপযোগী কাজ ও পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা দরকার; সারাদেশব্যাপী মেলা করে, শুধু নকশিকাঁথা দিয়ে মেলা করে নকশির বিকাশ ঘটানো দরকার; শ্রম মজুরি বাড়নো, মহিলা শ্রমিকদের শারীরিক বা চোখের সমস্যার জন্য সরকারি উদ্যোগে এলাকায় এলাকায় ক্যাম্প করে ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। উভয় জেলাতেই উত্তরদাতাগণ নকশি পেশায় নিয়োজিত হওয়ার পক্ষে কিছু সুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন অর্ধেকেরও বেশি (৫২.৫%) উত্তরদাতা মনে করেন, বাড়িতে বসেই এই কাজ করা যায় বা মহিলারা ঘরে বসেই এই কাজ করতে পারে এবং পুঁজি ছাড়াই এই কাজ করা যায়। ২৯.৭ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন এই কাজে স্বামীর পাশাপাশি বাড়তি আয় হয়; ২১.৮ শতাংশ মনে করেন এই কাজ করে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ মেটানো যায় । নকশি কাঁথা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ নিম্নোক্ত সুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা: বাড়ির কাজের পাশাপাশি নকশি পণ্য সেলাইয়ের কাজ করা যায়; মহিলারা ঘরে বসে আয় করতে পারে; নকশি পণ্য সেলাইয়ের জন্য সব সরঞ্জাম সহজলভ্য; ব্যবসায়ীরা দোকান বা শোরুম দিয়ে ব্যবসা করতে পারে; ব্যবসায়িরা কম পুঁজি দিয়ে ব্যবসা শুরু করতে পারে; কাজ করানোর পর্যাপ্ত শ্রমিক (মহিলা) পাওয়া যায়; মহিলাদের বেকার সমস্যার সমাধান হয় ইত্যাদি। অন্যদিকে তাদের মতে এই পেশায় নিম্নোক্ত অসুবিধাসমূহ বিদ্যমান। যথা: ক্রেতা কম; পুঁজি কম; উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা না থাকায় ক্রেতা কম; এই পেশাতে মহিলাদের কষ্ট বেশি কিন্তু আয় কম; মহিলাদের চোখে, কোমর এবং হাতে ব্যাথা হয়; কাজ করার জন্য মহিলাদের সুই ও ফ্রেম নিজ খরচে কিনতে হয়; সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও তদারকির অভাব; অসৎ ব্যবসায়িরা মহিলাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে টাকা দেয় না; বর্ষার সময় বসার জায়গার অভাব কারণ তখন সব জায়গায় পানি থাকে ইত্যাদি।

নকশিকাঁথা পেশার সুবিধার পাশাপাশি কিছু সম্ভাবনাও রয়েছে। যেমন: এক-চতুর্থাংশেরও বেশি উত্তরদাতা (২৬.৭%) মনে করেন যে, ভবিষ্যতে সারাদেশে এই কাজ ছড়িয়ে পড়বে। প্রায় ১৭ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে, সরকারি উদ্যোগে জেলায় জেলায় নকশি পল্লী গড়ে উঠবে। প্রায় ১১ শতাংশ মনে করেন, ভবিষ্যতে তারা সরাসরি বিদেশে নকশি পণ্য রপ্তানি করতে পারবেন ইত্যাদি। উভয় জেলাতেই জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতারা নকশি পণ্যের ব্যাপক প্রসারের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেছেন। যেমন: শ্রমিকের মজুরি বেশি হওয়া উচিৎ (৫০.৫%), কম সুদে ঋণের ব্যবস্থা থাকা দরকার (২৯.৭%), বর্ষাকালে কাজের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন (২০.৮%), প্রশিক্ষণ দরকার (১৮.৮%), পরিবেশ বান্ধব পল্লী নকশি সেন্টার তৈরি করা (১৫.৮%), আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন (১১.৯%), সরকারিভাবে সাহায্য প্রদান করা প্রয়োজন (৬.৯%), বেশি বেশি কাজ থাকা দরকার (৪%), নকশি কাজের সাথে সম্পৃক্ত নারীদেরকে সম্মানের সাথে দেখা (২%) ইত্যাদি।

নকশি কাঁথা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তারা নকশি কাঁথা শিল্পের ব্যাপক প্রসারের জন্য নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা: ব্যবসায়ীদের জন্য সুদমুক্ত বা কম সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা; ব্যবসায়ীদের জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা; শ্রমিকদের জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা; চাহিদা ও যুগোপযোগী ডিজাইন সরবরাহ; বিদেশে রপ্তানি করার জন্য পণ্য ও ডিজাইন সরবরাহ; প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা অর্থাৎ যার পণ্য ভাল হবে তার পণ্য বিদেশে যাবে; বিভিন্ন দপ্তর যেমন যুব উন্নয়ন, মহিলা অধিদপ্তরের সরাসরি সহায়তা দরকার; মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়ার

মাধ্যমে সহায়তা করা, কারণ মহিলারা কাজ করে ঋণ শোধ করতে পারবে; মহিলাদের কাজের মজুরি বাড়ানো, পণ্যের দাম সরকারিভাবে নির্ধারণ করা ইত্যাদি। নকশিকাঁথা শিল্প বিকাশে এবং এই শিল্পে নারীদের অধিক হারে কর্মসংস্থান তৈরিতে তাদের মতামত ও পরামর্শ হলো: এই শিল্পের সাথে জড়িত নারী শ্রমিকদের কাজের মজুরি বাড়ানো (৬০.৪%)। সহজ শর্তে সরকারি/বেসরকারি ঋণের ব্যবস্থা করা (৩৪.৭%), ঠিক সময়ে বা কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে মজুরি বা টাকা পরিশোধ করা (২৭.৭%), নারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া (২৪.৮%), নারী পুরুষের মজুরিতে সমতা রাখা (২৩.%), নারীদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা (২২.৮%), বিনামূল্যে চোখের চিকিৎসা করা (১৯.৮%), কেন্দ্র তৈরি করতে হবে/সবার একত্রে বসার ব্যবস্থা করতে হবে/নির্ধারিত স্থানে ঘর তৈরি করা (১৮.৮%), বেশি বেশি নকশি সেলাইর কাজের ব্যবস্থা করা (১৭.৮%), নারীদের এই কাজে উৎসাহিত করা (১০.৯%) ইত্যাদি।

নকশি কাঁথা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তারা নকশি কাঁথা শিল্পের বিকাশ ও এই শিল্পে নারীদের অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে নিম্নোক্ত মতামত ও সুপারিশ প্রদান করেছেন। যথা: নকশি শিল্প কাজে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের মুজুরি বাড়ানো; সরকারিভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান; যুব ও মহিলা অধিদপ্তরের সহায়তা; জেলায় জেলায় মেলা করানো; বিভিন্ন উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণে প্রতি বৎসর নকশি পণ্যের মেলার আয়োজন করা; মহিলাদের নকশি পণ্য তৈরির প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজ শেখানো; সরকারিভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা; সেলাইসহ ছাপার কাজে ট্রেনিং করানো; কাজ শেষে টাকা পরিশোধের জন্য মহাজনদের বাধ্য করা; অসুস্থ বা চোখের সমস্যা সমাধানের জন্য বিনামূল্যে সরকারি ডাক্তার ও ঔষধের ব্যবস্থা করা; জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় নকশি পল্লী গড়ে তুলতে হবে ইত্যাদি। অপরদিকে কেস স্টাডিকৃত নারীরাও অনুরূপ সুপারিশ করেছেন।

৮.২। সুপারিশসমূহ

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

১. নকশি শিল্প কাজে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর বা বাজার উপযোগি মজুরি নির্ধারণ করা দরকার; প্রয়োজনে সরকারের শ্রম অধিদপ্তর ও অর্থ মন্ত্রণালয় নকশি শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট মজুরি কাঠামো তৈরি করবেন।

২. বাংলাদেশের যে সকল জেলা, উপজেলা বা গ্রামে নকশি কাজের প্রচলন বেশি সেইসব এলাকায় সরকারি উদ্যোগে একটি করে নকশি কেন্দ্র তৈরি করা যেখানে নকশি পণ্য তৈরির প্রশিক্ষণ, সরঞ্জামাদি বিতরণ, উৎপাদন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকবে। সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প করপোরেশনের অধীনে এই সব নকশি সেন্টারের কার্যক্রম চলতে পারে।

৩. যে সকল বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ মহিলাদের দিয়ে নকশি পণ্য উৎপাদন করিয়ে দেশে বা বিদেশে চড়া দামে বিক্রয় করে থাকে এই বিষয়ে যথাযথ তদারকির মাধ্যমে তাদেরকে সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতির আওয়াতায় নিয়ে আসা।

৪. সরকারিভাবে নকশি পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী ক্রেতার সাথে যোগাযোগ করে নকশি পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা।

৫. যে সকল দরিদ্র নারী নকশি কাজের সাথে নিয়োজিত থাকবেন বা হবেন তাদের নিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় দল বা সমিতি গঠন করা। এই দল বা সমিতির সদস্য হবেন ২০ থেকে ২৫ জন নারী। তাদের মধ্য থেকে একজন দলনেত্রী বা সভানেত্রী নির্বাচিত হবেন, একজন সম্পাদিকা ও একজন কোষাধ্যক্ষ দলীয় সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। এই সব সমিতি বা দল নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক বা বৃহত্তর প্ল্যাটফর্ম তৈরি হবে। সমিতি বা দলের সদস্যগণ নকশি পণ্যের উৎপাদন, বিক্রয় ও মূল্য নির্ধারণে ভূমিকা রাখবেন। এই সব দল বা সমিতির সদস্যদের জন্য ক্ষুদ্রঋণের ব্যবস্থা থাকবে। তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার উদ্যোগ সরকারিভাবে নিতে হবে। প্রয়োজনে তাদের যথাযথ মোটিভেশন ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে হবে। সরকারি উদ্যোগেই এই সকল ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬. নকশি পণ্য নিয়ে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে ঢাকাসহ বিভিন্ন বিভাগ ও জেলায় সরকারি উদ্যোগে মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে। আইটি প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়া অর্থাৎ নকশি পণ্য সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সম্বলিত ওয়েবসাইট তৈরি করা।

৭. বর্তমানে যেসব জেলায় নকশি পণ্য বেশি উৎপন্ন হয় সেসব জেলায় জরিপের মাধ্যমে নকশি পণ্যের উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের তালিকা তৈরি করে তাদেরকে সরকারি তদারকির আওতায় নিয়ে আসার পাশাপাশি তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

৮. এই শিল্পে বিরাজমান মধ্যস্বত্বভোগী ও একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য কমানোর জন্য সরকারিভাবে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

৯. পর্যাপ্ত মোটিভেশন প্রদানের মাধ্যমে এই শিল্পের সাথে জড়িত নারী শ্রমিকদের সম্পর্কে সমাজের মানুষের নেতিবাচক মনোভাব দূর করতে হবে।

১০. নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮.৩। উপসংহার

আবহমান কাল ধরে বাংলার পল্লী রমণীরা জীবনের প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে বা কাউকে উপহার দেয়ার মানসে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অপরূপ নকশিকাঁথা তৈরি করেন। নকশি কাঁথায় গ্রামীণ নারীদের মনোযোগ ও কলাকৌশল প্রয়োগের পরিচয় ফুটে ওঠে। কার্যত নকশি কাঁথায় বাংলার নারীদের চারু ও কারুশিল্প কৌশলের প্রতিভার বিকাশ লক্ষ করা যায়। গ্রামের ছায়াঘন সুশীতল কোনোও ঘরের উঠোন বা দাওয়ায় বসে গৃহবধু সেলাই করেন চমৎকার বর্ণময় নকশি কাঁথা। কাঁথার প্রত্যেকটি ফোঁড়ের মধ্যে ধরা পড়ে শিল্পীর শিল্পনৈপূণ্যের অপূর্ব কুশলতা। গ্রামীণ নারীর এই কুশলতাকে কাজে লাগিয়ে গ্রামীণ নারী-শ্রমিকের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে নকশি কাঁথা শিল্পে নিয়োজিত করা সম্ভব। এ শিল্পের সমস্যাগুলো দূর করা হলে শিল্পটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে এবং দেশের বেকার সমস্যা সমাধানেও সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারবে। তাই শিল্পটির উন্নয়নের জন্য সরকারিভাবে

উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা, ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থ দাতাদের এগিয়ে আসা, তথ্য কেন্দ্র স্থাপন ও আইটি প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়া, অন্যান্য ব্যবসার মতো নির্ভরযোগ্য লেনদেন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকারি সহযোগিতা নিশ্চিত করা, চাহিদা বিশ্লেষণ করে পণ্য উৎপাদন করা, উৎপাদনকারীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করা, অ্যাসোসিয়েশন বা ফোরাম গড়ে তোলা, সরকারি বিধিবিধানের আওতায় নিয়ে আসা, চেম্বার অব কমার্স এ্যাণ্ড ইন্ডাস্ট্রির উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং সরকারি সহায়তায় দেশের যে সকল জায়গায় বেশি বেশি নকশি পণ্য উৎপাদিত হয় সে সকল এলাকায় নকশি পল্লী গড়ে তোলা। এসব কিছু প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে এ শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যাদি বিদেশে রপ্তানি করে গার্মেন্টস শিল্পের মতো প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে। বর্তমান গবেষণা কর্মটি সেই সম্ভাবনাকে সামনে রেখে নকশি কাঁথা শিল্পে গ্রামীণ নারী-শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে পরামর্শক ভূমিকা পালন করবে নিঃসন্দেহে।

গ্রন্থপঞ্জি

Bell, Kathrine M. (1927), *Decorative Motifs of Oriental Art*, London.

Bhattacharya, S. K. (1989), *Folk Heritage of India*, Varansi.

Dutta, Curusaday (1990), *Folk Art and Crafts of Bengal*, Calatta.

Dutta, Sarojit, (1993), *Folk Paintings of Bengal*, New Delhi.

Ganguli, K. K. (1963), *Degins in Traditional Arts of Bengal*, Calcutta.

Glassie, Henry (2000), *Traditional Art of Dhaka*, Bangla Academy, Dhaka.

Haque, Enamul (ed.), (1987), *An Anthology on Crafts of Bangladesh*, Dhaka.

Hossain, Hameeda (2010), *The Company Weavers of Bengal*, UPL, Dhaka.

Khan, Shamsuzzaman, ed., (1992), *Folklore of Bangladesh*, Voll II, Dhaka.

Mookerjee, Ajit (1946), *Folk Art of Bengal*, University of Calcutta, Calcutta.

Muhammad, Sirajuddin, (1992), *Lyrics in Terracotta at Kantajeer Mandir*, Dhaka.

Rahim, M. A. (1967), *Social and Cultural History of Bengal*, Dhaka.

Roy, Gropen (1989), *Nakshi Kantha*, The Indian Society of Oriental Art, Calcutta.

Schendel, Willem Van (1995), *Reviving A Rural Industry*, UPL, Dhaka.

Upadhyay, K. D. (ed.), (1964), *Studies in Indian Folk Culture*, Indian Publications, Calcutta.

আলম, সৈয়দ মাহবুব (১৯৯৯), 'লোকশিল্প' বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

আহম্মদ, ওয়াকিল (১৯৭৪), *বাংলার লোক সংস্কৃতি*, ঢাকা।

আহমেদ, তোফায়েল (১৯৯৯), *লোক ঐতিহ্যের দশদিগন্ত*, ঢাকা।

আহমেদ, পারভীন (১৯৯৭), ‘The Aesthetics & Vocabulary of Nakshi Kantha’, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ঢাকা।

ইসলাম, নজরুল (২০১১), *বাংলাদেশের গ্রাম: অতীত ও ভবিষ্যত*, প্রথমা, ঢাকা।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাঃ), (১৯৯৩), *বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য় খণ্ড)।* এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

খান, শামছুজ্জামান (১৯৮৫), *বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য*, ঢাকা।

গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার (১৩৬১), *বাংলার লোক শিল্প*, কলকাতা।

ঘোষ, বিনয় (১৩৯৬), *বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব*, কলকাতা।

জসীমউদ্দীন, (১৯৮৬), *নক্সী কাঁথার মাঠ*, ঢাকা।

জামান, ফরিদা (১৯৯৮), *আধুনিক চিত্রকলায় লোক শিল্পের প্রভাব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

জামান, নিয়াজ (২০১২), ‘The Art of Khantha Embroidery’ দ্বিতীয় সংস্করণ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ (১৯৭৬), *পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প*, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত।

বকশী, রজব (২০১২), *জামালপুর জিলার ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, (১৯৭৮), *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, ১ম খণ্ড, কলকাতা।

বসাক, শীলা (২০০২), *বাংলার নকশি কাঁথা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

বাংলা একাডেমী (১৯৯২), *আমাদের প্রাচীন শিক্ষা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

ভৌমিক, অতুলচন্দ্র (১৩৭৮), *সমকালীন নকশিকাঁথা*, কলকাতা।

রায়, নীহাররঞ্জন, (১৯৩৫), *বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, কলকাতা।

সরকার, পবিত্র (১৯৯৬), *লোক সংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব*, কলকাতা।

সেনগুপ্ত, শঙ্কর (১৯৭২), *বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি*, কলকাতা।

পরিশিষ্ট

সারণি ১: ধর্মের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

ধর্ম	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
ইসলাম	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০১	১০০.০
হিন্দু						
খ্রিস্টান						
বৌদ্ধ						
মোট	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০১	১০০.০

সারণি ২: বাবা, মা ও দাদা, দাদীর জড়িত থাকার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

বাবা, মা ও দাদা, দাদী জড়িত ছিলেন কিনা?	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
হ্যাঁ	৩৪	৫৬.৭	৩১	৭৫.৬	৬৫	৬৪.৪
না	২৬	৪৩.৩	১০	২৪.৪	৩৬	৩৫.৬
মোট	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০১	১০০.০

সারণি ৩: নকশিকাঁথা শিল্প বিষয়ক কোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন কিনা তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন কিনা?	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
হ্যাঁ	১৬	২৬.৭	৬	১৪.৬	২২	২১.৮
না	৪৪	৭৩.৩	৩৫	৮৫.৪	৭৯	৭৮.২
মোট	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০১	১০০.০

সারণি ৪: উত্তর 'হ্যাঁ' হলে, কি ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের ধরন	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
সেলাই শিখেছি/ নকশিকাঁথা সেলাই করার কাজ শিখেছি/ হস্তশিল্পে কাজ করা শিখেছি	১৬	১০০.০	৬	১০০.০	২২	১০০.০
নকশি আঁকা শিখেছি	৯	৫৬.৩	২	৩৩.৩	১১	৫০.০
ছাপ দিতে পারি	৭	৪৩.৮	-	-	৭	৩১.৮
কিভাবে ডিজাইন করতে হয় তা শিখেছি	৩	১৮.৮	-	-	৩	১৩.৬
সুতা ম্যাচিং করা শিখেছি	২	১২.৫	-	-	২	৯.১
কালার ম্যাচিং করা শিখেছি	১	৬.৩	১	১৬.৭	২	৯.১
কারচুপির কাজ শিখেছি	১	৬.৩	-	-	১	৪.৫
মোট	১৬	১০০.০	৬	১০০.০	২২	১০০.০

সারণি ৫: প্রশিক্ষণ উপকারে লেগেছে কিনা তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

প্রশিক্ষণ উপকারে লেগেছে কিনা?	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
হ্যাঁ	১৬	১০০.০	৬	১০০.০	২২	১০০.০
না						
মোট	১৬	১০০.০	৬	১০০.০	২২	১০০.০

সারণি ৬: উত্তর 'হ্যাঁ' হলে, এ ধরনের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির মাধ্যমে দরিদ্র নারীরা অধিক সংখ্যায় নকশি পণ্য উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে সংযুক্ত হতে পারবে কিনা তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

দরিদ্র নারীরা অধিক সংখ্যায় নকশি পণ্য উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে সংযুক্ত হতে পারবে কিনা?	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
হ্যাঁ	১৬	১০০.০	৪	৬৬.৭	২০	৯০.৯
না			২	৩৩.৩	২	৯.১
মোট	১৬	১০০.০	৬	১০০.০	২২	১০০.০

সারণি ৭: উত্তর 'না' হলে, এই ধরনের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন কিনা তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

এই ধরনের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন কি?	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
হ্যাঁ	৪৪	১০০.০	৩২	৯১.৪	৭৬	৯৬.২
না			৩	৮.৬	৩	৩.৮
মোট	৪৪	১০০.০	৩৫	১০০.০	৭৯	১০০.০

সারণি ৮: কোনো অর্থ বিনিয়োগ করেছে কিনা তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

অর্থ বিনিয়োগ করেছে কিনা?	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
হ্যাঁ	১৪	২৩.৩	৩	৭.৩	১৭	১৬.৮
না	৪৬	৭৬.৭	৩৮	৯২.৭	৮৪	৮৩.২
মোট	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০১	১০০.০

সারণি ৯: বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎসের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
নিজস্ব	১৪	১০০.০	৩	১০০.০	১৭	১০০.০
ঋণ						
মহাজন						
মধ্যস্বত্ত্বভোগি						
এনজিও						
অন্যান্য						
মোট	১৪	১০০.০	৩	১০০.০	১৭	১০০.০

সারণি ১০: কোনো ঋণ গ্রহণ করেছেন কিনা তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

ঋণ গ্রহণ করেছেন কিনা?	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
হ্যাঁ	৮	৫৭.১	৩	১০০.০	১১	৬৪.৭
না	৬	৪২.৯			৬	৩৫.৩
মোট	১৪	১০০.০	৩	১০০.০	১৭	১০০.০

সারণি ১১: ঋণ গ্রহণের উৎসের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

ঋণ গ্রহণের উৎস	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
মহাজন	১	১২.৫			১	৯.১
মধ্যস্বত্ত্বভোগী						
এনজিও	৬	৭৫.০	২	৬৬.৭	৮	৭২.৭
ব্যাংক	১	১২.৫			১	৯.১
হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠান						
অন্যান্য			১	৩৩.৩	১	৯.১
মোট	৮	১০০.০	৩	১০০.০	১১	১০০.০

সারণি ১২: কোনো ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করেছেন কিনা তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করেছেন কিনা?	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
হ্যাঁ	১	৭.১			১	৫.৯
না	১৩	৯২.৯	৩	১০০.০	১৬	৯৪.১
মোট	১৪	১০০.০	৩	১০০.০	১৭	১০০.০

সারণি ১৩: উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ব্যাংকের নামের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

ব্যাংকের নাম	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
ন্যাশনাল ব্যাংক	১	১০০.০	-	-	১	১০০.০
মোট	১	১০০.০	-	-	১	১০০.০

সারণি ১৪: ব্যাংক ঋণ না পেলে তার কারণের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

ব্যাংক ঋণ না পাবার কারণ	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
জমি নাই, তাই ব্যাংক ঋণ দেয় না	৬	৪৬.২	১	৩৩.৩	৭	৪৩.৭
ব্যাংক ঋণ নেয়া ঝামেলা	৩	২৩.১	১	৩৩.৩	৪	২৫.০
দরিদ্র তাই ঋণ দেয় না	২	১৫.৫	১	৩৩.৪	৩	১৮.৭
ব্যাংক এর নিয়ম জানা নাই	১	৭.৬	-	-	১	৬.৩
ব্যাংক ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি	১	৭.৬	-	-	১	৬.৩
মোট	১৩	১০০.০	৩	১০০.০	১৬	১০০.০

সারণি ১৫: নকশিকাঁথা বুনন থেকে মুনাফা হয় কিনা তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

মুনাফা হয় কিনা?	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
হ্যাঁ	১৪	১০০.০	৪	১০০.০	১৮	১০০.০
না						
মোট	১৪	১০০.০	৪	১০০.০	১৮	১০০.০

সারণি ১৬: সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে চুক্তিতে কাজ করেন কিনা তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

চুক্তিতে কাজ করে কিনা?	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
হ্যাঁ	৫৭	৯৫.০	৪১	১০০.০	৯৮	৯৭.০
না	৩	৫.০			৩	৩.০
মোট	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০১	১০০.০

সারণি ১৭: চুক্তির ধরনের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

চুক্তির ধরন	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
দৈনিক মজুরি			১	২.৪	১	১.০
মাসিক বেতন	১	১.৮			১	১.০
উৎপাদিত কাজের পরিমাণ অনুযায়ী মূল্য	৫৬	৯৮.২	৪০	৯৭.৬	৯৬	৯৮.০
কমিশনভিত্তিক						
অন্যান্য						
মোট	৫৭	১০০.০	৪১	১০০.০	৯৮	১০০.০

সারণি ১৮: সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে কোনো সহযোগিতা পান কিনা তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

সহযোগিতা পান কিনা?	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
হ্যাঁ	৪	৬.৭	১	২.৪	৫	৫.০
না	৫৬	৯৩.৩	৪০	৯৭.৬	৯৬	৯৫.০
মোট	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০১	১০০.০

সারণি ১৯: উত্তর 'হ্যাঁ' হলে, কি ধরনের সহযোগিতা পান তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

সহযোগিতার ধরন	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
এনজিও থেকে একটা ঘর তৈরি করে দিয়েছে	১	২৫.০	-	-	১	২০.০
সেলাই কাজ শিখেছেন	১	২৫.০	-	-	১	২০.০
এনজিও থেকে ঋণ পেয়েছেন	৩	৭৫.০	-	-	৩	৬০.০
হাতের কাজ শিখেছেন	১	২৫.০	-	-	১	২০.০
মাঝে মাঝে ৫০০ টাকা ধার পাই			১	১০০.০	১	২০.০
শাড়ী পাই			১	১০০.০	১	২০.০
মোট	৪	১০০.০	১	১০০.০	৫	১০০.০

সারণি ২০: উত্তর 'না' হলে, কি ধরনের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

প্রত্যাশিত সহযোগিতার ধরন	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
নকশি শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি করা	৮	১৪.৩	১৮	৪৫.০	২৬	২৭.১
ঋণ/লোন পাওয়ার ব্যবস্থা করা	১৫	২৬.৮	৯	২২.৫	২৪	২৫.০
সেলাই প্রশিক্ষণ দেওয়া	২০	৩৫.৭	৩	৭.৫	২৩	২৪.০
সরকারি সহায়তা/ সরকারি তদারকী থাকতে হবে	১১	১৯.৬	৮	২০.০	১৯	১৯.৮
আর্থিক সহযোগিতা করা/ অনুদানের ব্যবস্থা করা	৯	১৬.১	৭	১৭.৫	১৬	১৬.৭
বিনা সুদে ঋণ প্রদান	৭	১২.৫	৫	১২.৫	১২	১২.৫
নকশি সেন্টার তৈরি/ বসার জন্য ঘর তৈরি/ নকশি পল্লী গড়ে তোলা/ সবাই একত্রে বসার ব্যবস্থা করা	১০	১৭.৯	-	-	১০	১০.৪
বেশি বেশি কাজের সুযোগ থাকা দরকার	৫	৮.৯	৪	১০.০	৯	৯.৪
কাজ শেষে টাকা পাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করা	-	-	৬	১৫.০	৬	৬.৩
ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক ঋণ প্রদান করা	৪	৭.১	১	২.৫	৫	৫.২
নকশি যন্ত্রপাতি সরবরাহ	৫	৮.৯	-	-	৫	৫.২
সেলাই মেশিন বিতরণ	৪	৭.১	-	-	৪	৪.২
কম সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা	২	৩.৬	১	২.৫	৩	৩.১
ছাপ দেওয়ার মেশিনে কাজ করার সুযোগ	৩	৫.৪	-	-	৩	৩.১
বিনামূল্যে সূই ও ফ্রেম সরবরাহ করা	১	১.৮	১	২.৫	২	২.১
সবাইকে পরামর্শ ও সচেতন করা যাতে তারা এই কাজের মূল্য দেয়/ সম্মান দেখায়	২	৩.৬	-	-	২	২.০
আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ	১	১.৮	-	-	১	১.০
পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করা দরকার	১	১.৮	-	-	১	১.০
অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা	-	-	১	২.৫	১	১.০

সারণি ২১: শারীরিক ও সামাজিক সমস্যা দূর করার উপায়ের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

সমস্যা দূর করার উপায়	জেলা				মোট	
	জামালপুর		যশোর			
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
এই শিল্পে কর্মরত নারীদের বিনামূল্যে চক্ষুচিকিৎসা ও স্বাস্থ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা	৩৮	৬৩.৩	২৭	৬৫.৯	৬৫	৬৪.৪
পরিবার ও সমাজের মানুষদের যথাযথ মটিভেশন প্রদান	৩	৫.০	৩	৭.৩	৬	৫.৯
এই পেশাকে সম্মানজনক পেশা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান	১৮	৩০.০	১১	২৬.৮	২৯	২৮.৭
কাজ শেষ হওয়া মাত্র টাকা/মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা	১	১.৭			১	১.০
রাস্তাঘাটের উন্নয়ন করলে বর্ষায় পানি উঠবে না						
মোট	৬০	১০০.০	৪১	১০০.০	১০১	১০০.০